এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ ফিরহাদ হাকিম টাকা বাঁচাতে ঘুরপথে সমন্বয় সাধন করছেন: অর্জুন সিং

ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের হোর্ডিং কাণ্ডে মিলল না অন্তর্বর্তী স্বস্তি ৩

কলকাতা ২৯ অগস্ট ২০২৬ ১১ ভাদ্র ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.08.2026, Vol. 20 Issue No. 79, 8 Pages, Price 3.00

নেপালে মৃতের সংখ্যা ৫০০ পার

এখনও সন্ধানহীন ৩২০ জন ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২৮ অগস্ট: নেপালে হড়পা বানের পরে ২দিন কেটে গিয়েছে। সে দেশে গিয়ে নিখোঁজ ভারতীয়দের পরিবারের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বিপর্যস্ত নেপালে এখনও ৩২০ জন ভারতীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। কাঠমান্ডু থেকে শুক্রবার দুপুরে ২১ জন ভারতীয় দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। তাঁরা সকলেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। অন্য দিকে, নেপালের পর্যটন মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টে পর্যন্ত ৮৫ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে।

জয়সওয়াল আরও জানান, কাঠমান্ডু থেকে শুক্রবার দুপুরে দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেছেন ২১ জন ভারতীয়। তাঁরা সকলেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুতে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। তার পরেই তাঁদের ফেরার ব্যবস্থা করা হয়। শুক্রবার দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান দেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ওই ২১ জনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন তিনি। তার মাঝেই শুক্রবার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ৯৬ জন ভারতীয় সীমান্ত পার করে চিন থেকে নিরাপদে নেপালে প্রবেশ করেছেন। তাঁরা মানস সরোবর যাত্রায় গিয়েছিলেন। নেপালে উদ্ধারকাজে সাহায্যের জন্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল পাঠানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। তবে এই নিয়ে নেপাল এখনও কোনও জবাব দেয়নি। নেপাল সরকারের জবাবের অপেক্ষা করছে ভারত বলেও জানান তিনি। মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের উদ্ধারের কাজে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দেশের সরকার, নেপাল পর্যটন বোর্ড, পর্যটক পুলিশ এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত সংস্থা, সংগঠনগুলি।

এদিকে, নেপালের হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। সে দেশের ন্যাশনাল ডিসাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার কাজে ১৪,৮২৯ জন রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। ৩,৭৪২ জনকে শুক্রবার পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে বিপর্যয়-পরবর্তী অন্য সঙ্কটে দিশেহারা নেপাল সরকার। এত দেহ উদ্ধার হচ্ছে যে, তা রাখার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। উপচে পড়ছে মর্গ, হাসপাতাল। খুব বেশি দিন দেহ সংরক্ষণ করে রাখার পরিষেবাও নেই সেখানে।

শুক্রবার রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে ৭ লোককল্যাণ মার্গে স্কুলপড়ুয়া খুদেদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দেশবাসীকে রাখিবন্ধনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি। –ছবি সৌজন্যে ফেসবুক

সতর্কতার মধ্যেই উদ্ধারকাজ জারি

কাঠমান্ডু, ২৮ অগস্ট: তিব্বত-চিন সীমান্তে শুক্রবার দুপুর নাগাদ আবার উদ্ধারকাজ শুরু করল নেপাল। সে দেশের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ওই এলাকায় হিমবাহ ভেঙে তৈরি হওয়া হ্রদে ঠিক কী চলছে, তা দেখা জন্য বেশ কয়েকটি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তার মাধ্যমে লাগাতার নজরদারি চলছে।

হিমবাহ ভেঙে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে তিব্বতের দুই নদী ছোকেন খোলা এবং পুরেপি সাংপোর সংযোগস্থলে একটি কৃত্রিম হ্রদ তৈরি হয়েছিল। চিন নেপালকে সতর্কবার্তা দিয়ে জানায়, সেই হ্রদ থেকেই জল উপচে নীচের অববাহিকায় পড়ছে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সেই হ্রদের পাড় ভেঙে নতুন করে বিপর্যয় হতে পারে নেপালে। তার জেরে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে উদ্ধারকাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল শুক্রবার। পরে সেই উদ্ধারকাজ আবার চালু হয়।

এদিকে, বিপদের আশঙ্কা আগেই করা হয়েছিল। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। নেপালে বিপর্যয়ের মধ্যেই এদিনই চিনে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। চিনের ভূমিকম্পে বিপদ আরও বেড়েছে নেপালের। কারণ আশঙ্কা সত্যি করে সেখানে লেক ফেটে যায়।

চিনের সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর, শুক্রবার চিনের সিচুয়ান প্রদেশের লংচ্যাং শহরে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.১। বেজিংয়ের স্থানীয় সময় অনুযায়ী, দুপুর ১টা ১৩ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৩ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। চিনের তরফে এখনও ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য জানানো হয়নি। তবে আশেপাশে চেঙ্গডু ও চোঙ্গকুং-এও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

এই ভূমিকম্পের জেরেই চিনের একটি লেক ফেটে যায়। তিব্বত সীমান্তের কাছে চোচেন খোলা ও পুরেপু সাংপো নদীর সঙ্গমস্থলে লেক ফাটার খবর মেলে। নেপাল পুলিশ জানায়, তিব্বতের দিকে লেক থেকে জল উপচে আসছে। এরপরই নেপালকে সতর্কতা পাঠায় চিন। ফের হড়পা বানের আশঙ্কায় তিব্বত-চিন সীমান্তে উদ্ধারকাজ বন্ধ করে নেপাল। নেপালেও পুলিশ কর্মী, নিরাপত্তা বাহিনী ও উদ্ধারকারী দলকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

চিনের সতর্কবার্তা পাওয়ার পরে নেপাল পুলিশের অন্যতম শীর্ষ পদাধিকারী পি চৌধরী সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বলেন, 'নদীর জলস্তর বাড়ছে। তাই সবাইকে থামানো হয়েছে। যে গাড়িগুলি উদ্ধারকাজে গিয়েছিল, সেগুলি ফিরে আসছে।

তদন্তে সিবিআইকে তিন সপ্তাহের সময়

আরজি কর-কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের মামলায় এক নজিরবিহীন ও তাৎপর্যপূর্ণ মোড়। শুক্রবার মামলাটি এক নয়া মাত্রায় পৌঁছল কলকাতা হাইকোর্টে। ঘটনার নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-কে 'ফারদার ইনভেস্টিগেশন' সম্পন্ন করার জন্য কড়া সময়সীমা বেঁধে দিল আদালত। চার সপ্তাহ নয়, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়ার জাল গোটানোর সাফ নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর।

এদিন আরজি কর মামলার ইতিহাসে হাইকোর্টে প্রথমবারের জন্য সম্পূর্ণ 'ইন-ক্যামেরা' বা রুদ্ধদ্বার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। আদালত কক্ষের বাইরে ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তা বলয়। কোনও সাধারণ নাগরিক বা অনাবশ্যক কোনও ব্যক্তিকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আইনজীবী এবং সিবিআই আধিকারিকরাই এজলাসে উপস্থিত ছিলেন। রুদ্ধদ্বার এই গোপন শুনানি ঘিরে আইনজীবী মহলেও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। চর্চা শুরু হয়েছে, তদন্তের এমন কোনো সংবেদনশীল সূত্র হাতে এসেছে, যা মামলার গতিপথ বদলে দিতে পারে কি না তা নিয়ে।

এদিকে সূত্রের খবর, নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষে মোট ৫৪টি সন্দেহজনক পয়েন্ট বা বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য সিবিআইয়ের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। এদিন শুনানিতে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যে ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখেছে। আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ মেনে তদন্তের অগ্রগতির অংশ হিসেবে ঘটনার আগের রাতে তরুণী চিকিৎসকের জন্য নৈশভোজ সরবরাহকারী ডেলিভারি বয় এবং ওই রাতে তাঁর সঙ্গে শেষ খাবার খাওয়া ৪ জন সহকর্মীকে জেরা করেছে সিবিআই।

কমিটি গঠন

■ **৬০ নবজাতকের মৃত্যুর তদন্তে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করল রাজ্য। শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবন একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, শনিবার তাদের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যেরা যাবেন মালদায়। চিকিৎসক প্রলয় আচার্য ওই কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর সঙ্গে থাকছেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক-অধ্যাপক রাজশেখর সরকার, ভোলানাথ আইচ এবং এসএসকেএমের চিকিৎসক-অধ্যাপক বিজন সাহা। শনিবার সদস্যদের মালদা মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে যেতে বলা হয়েছে।**

'অঙ্গদান করুন'

■ **মরণোত্তর দেহদানকে 'অপ্রয়োজনীয়' আখ্যা দিয়ে অঙ্গদানের গুরুত্ব বৃদ্ধির সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়। দেহদান নিয়ে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে টেনে এনেছেন জ্যোতি বসুর দেহদানের প্রসঙ্গও। তাঁর মতে, দেহদানের পরিবর্তে অঙ্গদান অনেক বেশি জরুরি। চক্ষুদান সংক্রান্ত সচেতনতা প্রচারের লক্ষ্যে নিউটাউনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন শারদত। মন্ত্রী নিজেও একজন চিকিৎসক। সেই মঞ্চ থেকেই শারদত এমন মন্তব্য করেন।**

যাদবপুরে ১০ হাজার কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম'

বাম-অতি বামকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্র সংঘর্ষের পর উত্তপ্ত যাদবপুরে শুক্রবার রাখির দিনে ১০ হাজার কণ্ঠে গাওয়া হল সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম'। যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিজেপি ও এবিভিপির কর্মীদের পাশাপাশি যোগ দেন সাধারণ মানুষও। রাস্তার দু'ধারে জাতীয় পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁরা গাইলেন গানটির ছ'টি স্তবকই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৯ ও ২০ অগস্ট ছাত্র সংগঠনগুলির সংঘর্ষের পর থেকেই ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছিল। সেই আবহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে 'রাষ্ট্রবাদ' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠা করবই। সবাইকে বন্দে মাতরম গাইতে হবে।' এরপর রাখির দিনে ১০ হাজার কণ্ঠে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। শুক্রবার সেই কর্মসূচিই ঘিরে এইট বি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বড় জমায়েত হয়। আয়োজক ছিল যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি। শুক্রবারের অনুষ্ঠানকে ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি গেট বন্ধ রাখা হয়। একটি নম্বর গেট দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। এইট বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে মূল অনুষ্ঠানস্থলে বসানো হয়েছিল বড় এলইডি স্ক্রিন। সেখানে লেখা ছিল, 'ভারতমাতার ঐক্য-দেশপ্রেম-গর্ব। ১০ হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় বন্দে মাতরম।'

এদিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে দেওয়া হয় 'বন্দে মাতরম'-এর কথা লেখা কাগজ। জাতীয় পতাকা হাতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও পুরো গানটি গান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত বহু মানুষও পতাকা হাতে তাঁর সঙ্গে গলা মেলান। গান শেষ হওয়ার পর মঞ্চ থেকে বাম ও অতি বামপন্থী পড়ুয়াদের নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে লেখা রাজনৈতিক স্লোগান নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'ফ্রি প্যালেস্টাইন কেন, লিখুন ফ্রি পিওকে, লিখুন পাক অধিকৃত কাশ্মীর চাই।'

যদিও এর আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে লেখা 'রাষ্ট্রবিরোধী' স্লোগান মুছে ফেলার কথা বলা হয়েছিল। এবিভিপির অভিযোগের পর কিষেণজির সমর্থনে লেখা স্লোগান এবং 'আজাদি' স্লোগান নিয়েও আপত্তি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবারের মঞ্চ থেকেও সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি স্লোগান দিচ্ছেন? ফ্রি প্যালেস্টাইন লিখছেন? কেন? প্যালেস্টাইনের কথা বলার আগে লিখুন না ফ্রি পিওকে। জেনে রাখুন, আমরা পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করবই।'

বিরুদ্ধে সমাজকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাইরের শত্রুদের সঙ্গে লড়ছে ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুর তার প্রমাণ। কিন্তু ঘরের শত্রুদের, অর্থাৎ যারা ভারতের ভিতরে থেকে দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়ব আমরা। সমাজ ও দেশবিরোধীদের আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। রাখিবন্ধনের এই পবিত্র দিনে সেই সংকল্পই নেওয়া হোক।'

বক্তব্যে 'আজাদি' স্লোগান নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, 'কীসের আজাদি? দেশ তো বহু আগেই স্বাধীন হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় কাশ্মীর নিয়ে 'আজাদি' স্লোগান কেন উঠবে? এসব শুনলে কষ্ট হয়।'

এ দিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে 'রেড স্যালুট কিষাণজি' লেখা দেখা যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'নতুন প্রজন্মকে কী শেখানো হচ্ছে? যিনি সংবিধান মানতেন না, যিনি দেশের বিভাজনের কথা বলতেন, তাঁকে কেন আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হবে?' একই সঙ্গে তিনি বলেন, পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' গাইতে আপত্তিরও কোনও কারণ থাকতে পারে না। দেশের ভিতরে থেকে যারা আঘাত হানতে চায়, তাদের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সাফাইয়ের ডাক, তোপে 'আজাদি'

কাঠমান্ডু যাবে প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেপালের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় নিখোঁজ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের উদ্ধারে তৎপরতা আরও জোরদার করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার জানান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরকারি ভাবে নথিভুক্ত নিখোঁজের সংখ্যা ৩৯। তাঁদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে বাকি ৩৭ জনের এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের অনুমতি মিললেই রাজ্য সরকার একটি প্রতিনিধি দল কাঠমাণ্ডু পাঠাবে। সেই দলে থাকবেন একজন মন্ত্রী, একজন বিধায়ক, আইজি পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিক এবং যুগ্ম সচিব বা সচিব পদমর্যাদার এক সিনিয়র আইএএস আধিকারিক।

শ্লীলতাহানি, মারধরে অভিযুক্ত অভিষেকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরজুড়ে বেআইনি ও বিপজ্জনক হোর্ডিং সরানোর অভিযানে নেমে চরম হিংসা ও হামলার মুখে পড়লেন কলকাতা পুরসভা ও পুলিশের কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এলাকা ক্যামাক স্ট্রিট। বেআইনি হোর্ডিং সরাতে বাধা দেওয়া, সরকারি কর্মচারীদের মারধর, যন্ত্রপাতি ছিনতাই এবং কর্তব্যরত এক মহিলা পুলিশকর্মীকে শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ও পুরসভার নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক অনুগামীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। হিংসা ছড়ানো ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

অভিযোগ, সেই সময়েই তৃণমূল নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সমর্থক এসে অবৈধভাবে জমায়েত করে। পুরকর্মী ও পুলিশ আধিকারিকরা তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলেও তা কান দেওয়া হয়নি। উল্টে পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

'চুরি করে ক্ষমতায় এসেছে', বিজেপিকে বিঁধলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাখিবন্ধনের দিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশকে সামনে রেখে শুক্রবার ক্যাথিড্রাল রোড থেকে বিজেপি, পুলিশ প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরেই একই সুরে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, পুলিশি ভূমিকা, নির্বাচন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে দলের ভবিষ্যৎ লড়াই; একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন দুই নেতা।

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের যোগসূত্র তুলে ধরে মমতা বলেন, সত্যিকারের ছাত্র আন্দোলনকে দমন করা যায় না। তাঁর অভিযোগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং বিজেপির মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এ ধরনের নির্দেশ তিনি মানেন না।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্যামাক স্ট্রিটে দলীয় কার্যালয় ঘিরে প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, যথাযথ নোটিস ছাড়াই অভিযান চালানো হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগ করেন,

শান্তিপূর্ণভাবে নমাজ পড়ে বেরোনোর পর কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মমতার দাবি, নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় ভোটে কারচুপি হয়েছে এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, গণনায় অনিয়ম ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তাঁর কথায়, এই সমস্ত ঘটনার বিরুদ্ধে আইনি এবং রাজনৈতিক; দুই পথেই লড়াই চলবে।

তৃণমূল নেত্রী আরও অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বিজেপি নেতাদের অযাচিত হস্তক্ষেপ বাড়ছে। বিডিও অফিস, পুলিশ প্রশাসন ও সরকারি কাজে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোরও অভিযোগ তোলেন তিনি। একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করেন। হকার উচ্ছেদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা উচিত নয়। বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে মাসে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার দাবি জানান তিনি।

পুলিশের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়ে মমতা বলেন, আইন মেনেই কাজ করা উচিত। ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় এবং অন্যায়ের প্রমাণ মিললে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ভয় না পেয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। রাখিবন্ধনের দিনে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে। তাঁর অভিযোগ, ভোটে কারচুপি করে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তাদের ক্ষমতা থেকে সরানো হবে।

দল ভাঙানো এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিষেক। তাঁর দাবি, তাঁকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে ভুয়ো প্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, মৃতদেহ না দেখা পর্যন্ত তাঁর লড়াই থামবে না। দলের যাঁরা দলত্যাগ করেছেন, তাঁদের উদ্দেশেও কড়া বার্তা দেন অভিষেক। তিনি জানান, তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া কাউকেই আর দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন অভিষেক। চিনি, পেঁয়াজ, সর্ষের তেল, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের উপর অসহনীয় চাপ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি লদীর ভান্ডার, যুবসাথী ভাতা এবং বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি।

দাদার নিথর হাতে শেষ রাখি বোনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মৃত দাদাকে শেষবারের মতো রাখি পরালেন বোন। পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দাদা। ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়ার আগে দাদার নিথর হাতেই রাখি পরালেন বোন। সোনারপুরের ঘটনা। কাঁদতে কাঁদতে বোনের আর্তনাদ, 'শেষ রাখি পরিয়ে দিলাম। আর কোনওদিন রাখি পরাতে পারব না তোকে!' এদিকে, কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সাগ্নিক সেন ও শৌনক ভট্টাচার্য নামে দুই যুবক-সহ মোট পাঁচ যুবক বারুইপুর থেকে ফিরছিলেন। তাঁরা দু'জনেই যাদবপুরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চৌহাটি সংলগ্ন এলাকায় একটি স্কুলের সামনে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। একটি গাছে ধাক্কা মারে গাড়ি। গাড়িতে মোট পাঁচজন ছিলেন। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

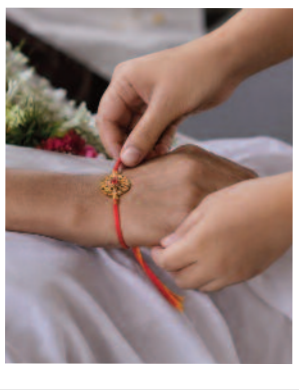

শুক্রবার দুপুরে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তার আগে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত সকলে। দাদাকে শেষবারের মতো রাখি পরালেন সাগ্নিকের বোন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বেপরোয়া গতিতে চলছিল। সম্ভবত সে কারণে গাড়িটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িচালক এবং সওয়ারিরা মদ্যপ ছিলেন কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি দিপিকা প্রামানিক ২১/০৮/২০২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিলাম এবং আমি দিপিকা প্রামানিক থেকে আফসা খাতুন নামে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Thotamsetty Sreenivasulu** S/O late T. Venkata Subbaiah r/o 10/189 K K Street Proddatur Cuddapah Andhra Pradesh 516360 shall henceforth be known as **Thotamsetty Srinivasulu** as declared before the court of Ld J.M. 1st class Kharagpur, Paschim Medinipur vide affidavit no 11101 dated 27.08.26. **Thotamsetty Sreenivasulu** and **Thotamsetty Srinivasulu** both are same and identical person.

Change of Name

I, **Kanchan Kumari,** W/o. Tanmoy Debnath, D/o. Ram Awadh Upadhayay, residing at 20, 'I' Road, Belgachia, Howrah-711105 do hereby declare that I have changed my name from **Kajal Debnath** to **Kanchan Kumari** and henceforth I shall be known as **Kanchan Kumari** in all purpose,vide affidavit Sl. No. 11, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah on 12/08/26. **Kanchan Kumari** and **Kajal Debnath** both are same and one identical person.

Change of Name

I, **Rahul Pal, S/o. Mantu Kumar Pal,** residing at 15, Bagdi Para Lane, P.S. Shibpur, Dist.-Howrah-711102 do hereby declare that I have changed my father name from **Mantu Pal** to **Mantu Kumar Pal** and henceforth he shall be known as **Mantu Kumar Pal** in all purpose,vide affidavit no.24506/26 sworn before the Ld. 1st Class Executive Magistrate at Howrah on 04/08/26. **Mantu Kumar Pal** and **Mantu Pal** both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **Rahida Khatun Bibi** W/O Hannan Sk residing at Vill.- Dharampur, P.O.- Dharampur, P.S. - Hariharpara, Dist. - Murshidabad, PIN - 742166 do hereby declare vide affidavit in the Court of Ld. S.D.E.M. 1st Class at Berhampore dated 19.09.2025 that **Mehabub Sk** is my beloved Son. My actual and correct name is **Rahida Khatun Bibi** and it is recorded in my Aadhaar and Voter ID Cards but my name has been wrongly recorded as **Rohida Bibi** in my said son's birth certificate being no. - 951 dated 12/09/2015. **Rahida Khatun Bibi** and **Rohida Bibi** i.e. myself am the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Suresh Kumar Damani, son of Sri Ram Narayan Damani, residing at 2, Kundan Bye Lane, BL-A, Jindal Tower, Bally Municipality, P.O. & P.S. Liluah, District Howrah- 711204, hereby declare that my correct and full name is Suresh Kumar Damani. "Suresh Damani" and "Suresh Kumar Damani" are one and the same person.In my son Aayush Damani's Voter ID, ICSE & ISC Board Registration Certificate and College records, my name is mentioned as Suresh Damani instead of Suresh Kumar Damani. This declaration is made pursuant to Affidavit No. 27061 dated 28.07.2026, sworn before the Learned First Class Judicial/ Executive Magistrate, Kolkata.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 27/08/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20297 নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Soni (old name), S/o. Ramnarayan Soni, R/o. 132, Bandel Station Road opp. More Store Banstala More, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Manoj Soni নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Manoj Kumar Soni (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Manoj Kumar Soni, Manoj Soni S/o. Ramnarayan Soni & Manoj Kumar Shah, Manoj Kumar Sha, S/o. Ramnarayan Shah, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা গীতারানী দাস** স্বামী ৺জানকী প্রসাদ দাস, সাকিম ত্রিশবিঘা, বড় খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী, হাল সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়া বিগত ইংরাজী ১৮/০২/২০১০ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-00052/ 2010 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রদীপ কুমার দাস** পিতা ৺জানকী প্রসাদ দাস, সাকিম বড় খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তির অপর শরীক **শ্রীমত্যা পুষ্প দাস** স্বামী ৺মৃত্যুঞ্জয় দাস সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইংরাজী ২৯/০৪/২০১১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-02896/2011 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী বাসুদেব সামন্ত** পিতা জয়দেব সামন্ত, সাকিম পূর্বপাড়া, ধামাসনতু, বোড়বলরাম, রায়না, বর্দ্ধমান, মহাশয়কে ০২ কাঠা ০২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, জে.এল. নং ১৩, হাল এল.আর. ৬২৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৩২ তথা হাল এল.আর. ১৫৭ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১.৭৮ একর মধ্যে ০২ কাঠা ০২ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বাসুদেব সামন্ত** পিতা জয়দেব সামন্ত, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

Change of Name

I, **NIPA PAKHIRA** W/o Aparup Pakhira, resident of Mahatabpur, P.O & P.S.- Midnapore, Dist.- Paschim Medinipur, 721101, do hereby declare that I have changed my name from **NIPA PAKHIRA** to **NIPA PAKHIRA RANA** and henceforth I shall be known as **NIPA PAKHIRA RANA** in all purpose, vide affidavit no. 11458 sworn before the Notary Public at Midnapore on dated 27/08/2026. **NIPA PAKHIRA RANA** and **NIPA PAKHIRA** both are same and one identical person.

Change of Name

I, **Kashinath Bhowmick (D.O.B. 27/10/1973), S/o. Late Radha Ballav Bhowmick,** residing at 22/1, Srimani Bagan Lane, Salkia, Howrah, Dist.-Howrah-711106 do hereby declare that I have changed my name from **Kashinath Bhaumik (D.O.B. 01/01/1975), S/o. Radha Ballab Bhaumik** of 33, Srimani Bagan Lane, Salkia, Howrah, Dist.-Howrah-711106 to **Kashinath Bhowmick (D.O.B. 27/10/1973), S/o. Late Radha Ballav Bhowmick** of 22/1, Srimani Bagan Lane, Salkia, Howrah, Dist.-Howrah-711106 and henceforth I shall be known as **Kashinath Bhowmick (D.O.B. 27/10/1973), S/o. Late Radha Ballav Bhowmick** of 22/1, Srimani Bagan Lane, Salkia, Howrah, Dist.-Howrah-711106 in all purpose,vide affidavit Sl. No. 08 , sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah on 12/08/26. **Kashinath Bhowmick (D.O.B. 27/10/1973), S/o. Late Radha Ballav Bhowmick** and **Kashinath Bhaumik (D.O.B. 01/01/1975), S/o. Radha Ballab Bhaumik** is same and one identical person.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি শ্রী তাপস কুমার চ্যাটার্জী, পিতা ৺অনিল বরণ চ্যাটার্জী, সাং ও পোঃ রাজগ্রাম, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, আমি 16.03.2026 তারিখে I-1236/26 (ADSR বাঁকুড়া) এই কোবালা দলিলমূলে জমি ক্রয় করিয়াছি যাহার আমমোক্তার নং হলো 30.07.2021 তারিখে 2971/21 এবং 12.07.2010 তারিখে 127/2010 (উভয় DSR বাঁকুড়া) থানা-বাঁকুড়া, মৌজা- রাজগ্রাম, জে. এল. নং-183, সাবেক ও হাল 1476 নং খাং নং: 4271 হইতে 15 বর্গফুট, খ: 2190 হইতে 397 বর্গফুট, খ: 721 হইতে 599 বর্গফুট, খ: 4220 হইতে 250 বর্গফুট, সর্বমোট 1261 বর্গফুট, দাতা 1. শ্রী শান্তিময় চৌধুরী, পিতা ৺অনিল বরণ চৌধুরী, 2. শ্রীমতী মীরা চৌধুরী, স্বামী ৺সুনীল চৌধুরী ওর্ফে সুনীল কুমার চৌধুরী, 3. শ্রী জয়ন্ত নাথ চৌধুরী, পিতা ৺সুনীল চৌধুরী ওর্ফে সুনীল কুমার চৌধুরী, সর্বসাকিম ও পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, আমমোক্তার ও স্বয়ং 4. শ্রী সুমন্ত নাথ চৌধুরী, পিতা ৺সুনীল চৌধুরী ওর্ফে সুনীল কুমার চৌধুরী, সাকিম ও পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, 5. শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চৌধুরী, স্বামী ৺তুলসী দাস চৌধুরী, সাকিম ও পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, 6. শ্রীমতী কৃষ্ণা নায়ক, স্বামী প্রশান্ত নায়ক, পিতা ৺তুলসীদাস চৌধুরী, 7. শ্রীমতী শুভ্রা চক্রবর্তী, স্বামী মনোজ চক্রবর্তী, পিতা ৺তুলসী দাস চৌধুরী, সাকিম ও পোঃ কারকবেড়া, কোতুলপুর, বাঁকুড়া, 8. শ্রীমতী জাবেরী দাস, স্বামী পিন্টু দাস, পিতা- ৺তুলসী দাস চৌধুরী, সাকিম সি- ১৩১, রামদাসহাটী, কোয়েলপাড়া, গার্ডেন রিচ, কোলকাতা, আমমোক্তার ও স্বয়ং ৯) শ্রী মুকুল চৌধুরী, পিতা ৺তুলসী দাস চৌধুরী, সাকিম ও পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, 10. শ্রীমতী শিপ্রা চৌধুরী, স্বামী স্বর্গীয় মিলন প্রসাদ চৌধুরী, 11. শ্রী শঙ্খদ্বীপ চৌধুরী, পিতা ৺মিলন প্রসাদ চৌধুরী, উভয়ের সাকিম ও পোঃ রাজগ্রাম, বাঁকুড়া, জমি ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছি উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতাদের কোনরূপ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B. L & L.RO. বাঁকুড়া ১ অফিস-এ আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্যকর হইবে।

তাপস কুমার চ্যাটার্জী, M: 9732066344

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল, শ্রীমতী গৌরী কর্মকার, সংহিতা কর্মকার এবং সুস্মিতা সেনগুপ্ত, যাঁরা ২য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে থাকা সেই সমস্ত ১২ নং ফ্ল্যাটের নিরঙ্কুশ মালিক, যার পরিমাপ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, যা ৪ কাঠা ১১ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ও গঠিত, যা মৌজা রাইপুর, ই.পি. নং ২৪২, এস.পি. নং ৫৩০, সি.এস. দাগ নং ১১০৫ (অংশ), ১০৮৩ (অংশ), থানা - যাদবপুর-এর অন্তর্ভুক্ত, এবং যা প্রেমিসেস নং ৬৯/১/৪/১০৬, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৭০০০৪৭, ওয়ার্ড নং ১০০, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে অবস্থিত, তাঁরা এডিআর আলিপুরের কার্যালয়ে নিবন্ধিত এবং ১৯৮৮ সালের জন্য বুক নং I, ভলিউম নং XXVII, পৃষ্ঠা ৮৯ থেকে ৯২, দলিল নং ৭৯৭৩-এ নথিভুক্ত মূল পূর্ববর্তী দলিলটি [জমির দলিল] হারিয়েছেন/স্থানান্তরিত হয়েছে। উক্ত দলিলের হারানো/স্থানান্তরের বিষয়টি গত ২৮-০৮-২০২৬ তারিখের জিডিই নং ২০৪৩-এর মাধ্যমে নেতাজি নগর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোনো দাবি, অধিকার, সত্ত্ব এবং/অথবা স্বার্থ থাকা কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সত্তা বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এই ধরনের কোনো দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, ১ম তল,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেইল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নথিপত্র হারিয়ে যাওয়া বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, **পুর্ভ ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড**, যার নিবন্ধিত কার্যালয় **অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম তলা, স্যুট নং ১সি, ২৩, শরৎ বোস রোড, কলকাতা– ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ**- এ অবস্থিত, উক্ত নিবন্ধিত কার্যালয়ে সংরক্ষিত নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলি হারিয়ে গেছে:

১. মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক **Suit No. 504 of 1970**-এ **07.08.1981** তারিখে প্রদত্ত **Final Decree**-এর অনুলিপি;
২. মাননীয় **7th Assistant District Judge at Alipore** কর্তৃক **T.S. No. 55 of 1978**-এ **03.12.1990** তারিখে প্রদত্ত **Final Decree**-এর অনুলিপি; এবং
৩. মাননীয় **7th Assistant District Judge at Alipore** কর্তৃক **Title Execution Case No. 09 of 1996**-এ **09.04.1996** তারিখে প্রদত্ত **Final Order**-এর অনুলিপি।

এই বিষয়ে **Bhowanipore Police Station, Kolkata**-এ **10.08.2026** তারিখে **General Diary Entry (G.D.E.) No. 1018** নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত নথিপত্রগুলির বিষয়ে কোনো ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনো তথ্য থাকলে, অথবা উক্ত নথিপত্রগুলির কোনোটি পাওয়া গেলে বা কারও নজরে এলে, অনুগ্রহ করে **পুর্ভ ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড** - কে ১৫ দিনের মধ্যে তার নিবন্ধিত কার্যালয় **অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম তলা, স্যুট নং ১সি, ২৩, শরৎ বোস রোড, কলকাতা– ৭০০০২০**- এ অথবা নিচে দেওয়া যোগাযোগের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-মেইল: accounts@purv.in
মোবাইল: ৯০০৭০০০২৩৭
ল্যান্ডলাইন: ০৩৩ ৪০০৫ ৬৫০৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ফসল বিমার সময়সীমা ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়াল কেন্দ্র, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, চলতি খরিফ মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় কৃষকদের নাম নথিভুক্তির সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর করা হয়েছে। দেরিতে বীজ বপন, বন্যা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চাষের কাজে সমস্যা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানান তিনি। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের পাঠানো ২৭ অগস্টের চিঠিতে বলা হয়েছে, খরিফ ২০২৬ মরশুমে রাজ্যের সব জেলায় প্রকল্পের আওতায় থাকা সব ফসলের জন্য ঋণগ্রহীতা ও ঋণ না নেওয়া কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করা এবং বিমার প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার সময়সীমা ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্য কৃষি দপ্তর ২৫ অগস্ট কেন্দ্রের কাছে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেছিল। দপ্তরের পক্ষ থেকে দেরিতে বিজ্ঞপ্তি জারি, অস্বাভাবিক আবহাওয়া এবং মাঠপর্যায়ে নানা সমস্যার কথা সেই চিঠিতে জানানো হয়। আর এর জেরে ওই মরশুমে কৃষকদের বিমার আওতায় আনার কাজও প্রত্যাশামতো এগোচ্ছিল না। তারই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা এগ্রিকালচার ইনসিওরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স, আইসিআইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স এবং জেনেরালি সেন্ট্রাল ইনসিওরেন্স, এই চারটি সংস্থাই সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি মরশুমে দেরিতে বীজ বপন এবং বন্যা কবলিত জেলাগুলির বাস্তব পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আওতায় ধান ও ভুট্টা চাষের জন্য বিমা করার শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাঁর দাবি, সময়সীমা বাড়ায় প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের আরও বেশি সংখ্যায় প্রকল্পের আওতায় আনা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে বিমার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষাও মিলবে।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক সাম্মানিক ২ হাজার টাকা বৃদ্ধি, ১ অগস্ট থেকেই কার্যকর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের অধীনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক সাম্মানিক ২ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কার্যকর করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট শাখা সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক সাম্মানিক ১০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১২ হাজার টাকা হবে। এই বৃদ্ধি ২০২৬ সালের ১ অগস্ট থেকে কার্যকর বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পর রাজ্যপাল সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক সাম্মানিক মাথাপিছু ২ হাজার টাকা বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের অধীনে নিয়মিত ভিত্তিতে কর্মরত সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার এই বর্ধিত সাম্মানিকের সুবিধা পাবেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৪ এবং ২০১৮ সালের পূর্ববর্তী সরকারি নির্দেশিকার অন্যান্য শর্ত ও বিধান অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র সাম্মানিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, বাকি পরিষেবা-সংক্রান্ত নিয়মে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রশাসনিক মহলের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবি উঠছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, উৎসব ও জনসমাগমে নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের অধীনে কর্মরত কয়েক হাজার সিভিক ভলান্টিয়ার সরাসরি উপকৃত হবেন।

রেল দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারকার্যের মহড়া কাঁকিনাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিয়ালদহ মেইন শাখার কাঁকিনাড়া স্টেশনে ঢোকার মুখে উল্টে গেল আস্ত একটি ট্রেন। ঘটনাস্থলে হাজির জিআরপি, আরপিএফ, রেলের আধিকারিকরা, এনডিআরএফ, দমকল ও সেনাবাহিনী। ট্রেন উল্টে যাওয়ার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরালও হয়ে গিয়েছে। আসলে এটা কোনও রেল দুর্ঘটনা নয়। বরং রেলের তরফে বিশেষ মহড়া প্রদর্শন করা হয়। রেল দুর্ঘটনার পর কিভাবে দ্রুত উদ্ধার কার্য চালাতে হবে, শুক্রবার বিকেলে কাঁকিনাড়া স্টেশন সন্নিহিত ২৯ নম্বর রেলগেটের কাছে রেলের তরফে এই বিশেষ প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। মহড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা জানান, দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধার কার্য নিয়ে বিশেষ প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। আরপিএফ, এনডিআরএফ, অ্যাম্বুল্যান্স, দমকল সবই ছিল। তিনি জানান, প্রতি বছর রেলের তরফে এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। এবারে কাঁকিনাড়ায় করা হল। গত বছর সোদপুরে হয়েছিল।

সাড়ম্বরে লালবাজারে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাখির বন্ধনে লালবাজার, বার্তা দিল পুলিশ। সাধারণের পাশে থাকার অঙ্গীকার। রাখিবন্ধনের সুতোয় বাঁধা পড়ল লালবাজার। শুক্রবার সকালে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরে মহাসমারোহে পালিত হল 'রাখি বন্ধন উৎসব'। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় কুমার নন্দ সহ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকেরা। এদিন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ওই অনুষ্ঠানের সূচনায় কলকাতা পুলিশের নিজস্ব অর্কেস্ট্রা দলের পরিবেশনায় প্রথমে 'বন্দেমাতরম', পরে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এবং 'জনগণমন' পরিবেশিত হয়। উৎসবের আবহে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক আরও নিবিড় করার বার্তা উঠে আসে।

এদিকে, স্বাগত ভাষণেই পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দ রাখির তাৎপর্যের সঙ্গে পুলিশের 'রক্ষাকারী' ভূমিকার যোগসূত্র তুলে ধরেন। বিপদে - আপদে মহানগরবাসীর পাশে পুলিশ রয়েছে - এই বার্তাও দেন তিনি। এই দিনটিতে একটি সমাজসেবামূলক শিক্ষা সংস্থার উদ্যোগে মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের রাখি পরানো হয়েছে। তবে তাঁদের মিষ্টিমুখও করানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে দুর্গা স্কোয়াড পরিচালিত রাখি বন্ধন উৎসবের প্রচারমূলক বিশেষ ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন অতিথিরা।

পুজোর আগে নগরোন্নয়ন নিয়ে সমস্যায় কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগে রাস্তা মেরামতের পাশাপাশি কলকাতার পিচ রাস্তার দু-পাশে এবং মাঝের ডিভাইডার রং করার বিষয় নিয়ে প্রবল সমস্যায় পড়েছেন কলকাতা পুরসভার সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা। কলকাতার প্রধান রাস্তাগুলি দ্রুত সংস্কারের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে পুর-ঠিকাদারদের একটা বড় অংশ কার্যত ধর্মঘট করে থাকায় শহরের সমস্ত ওয়ার্ডের ভিতরের রাস্তাগুলি মেরামত ও পিচ করার কাজ শুরু করতে পারছেন না বোরোগুলি। কারণ, গত ১৫ বছর ধরে রাস্তার দু-পাশে এবং ডিভাইডারে স্রেফ নীল-সাদা রং করে দেওয়া হত। পুজোর অন্তত দু-মাস আগে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হত।

বিশেষ করে সমস্ত বড় দুর্গাপুজোর চারপাশ রঙের সঙ্গে রাস্তাগুলিও মেরামত-পিচ করে ঝকঝকে করে দিতেন পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। কিন্তু এবার ঠিকাদারদের অসহযোগিতা ও আর্থিক বরাদ্দ না হওয়ায় সময়ে রাস্তা মেরামত যেমন হচ্ছে না, তেমনই কী রং করা হবে তা নিয়ে জোর সংশয়ে ভুগছেন ইঞ্জিনিয়াররা। কারণ, রাস্তার সর্বভারতীয় নিয়ম মেনে হলুদ-কালো বর্ডার করা হলেও ডিভাইডারে কী রং করা হবে, তা নিয়ে চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না। নীল-সাদার পরিবর্তে গেরুয়ার সঙ্গে ঘন কী রং দেওয়া হবে, তা নিয়ে বোরোর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়াররাও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

টানাপোড়েনে হাত তুলে দিয়েছেন পুরভবনের শীর্ষকর্তারাও। বাধ্য হয়ে রাস্তার মাঝে ও পার্কগুলির গ্রিলে কী রং হবে, তা জানতে ফাইল গিয়েছে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছে। আপাতত পুরমন্ত্রীর দপ্তরে ফাইল রয়েছে। তিলোত্তমা কী রঙে সাজবে তা চূড়ান্ত করবেন সৌন্দর্য সচেতন পুরমন্ত্রী।

কারাগারে বন্দিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিতে চায় হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কারাগারে বন্দিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিতে চায় হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া নামক একটি মানবাধিকার সংস্থা। প্রতি বছরের মতোই এবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সংশোধনাগারে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করল কলকাতার এই মানবাধিকার সংস্থা। শুক্রবার ব্যারাকপুর বিশেষ সংশোধনাগার ছাড়াও উক্ত মানবাধিকার সংগঠন বসিরহাট, তমলুক, বোলপুর, ঘাটাল, কাটোয়া-সহ রাজ্যের মোট ১৪ টি সংশোধনাগারে এদিন রাখিবন্ধন উৎসব পালন করেছে। সংস্থার দিদি-বোনেরা কারাগারে বন্দি দাদা-ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন এবং তাদেরকে মিষ্টিমুখ করান। ব্যারাকপুর বিশেষ সংশোধনাগারে রাখিবন্ধন উৎসবে যোগ দিয়ে উক্ত সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক চন্দ্রশেখর দে জানান, কারাগারে বন্দিদের জন্য তাঁরা টেলারিং, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডিং, প্লাম্বিং, কার্পেন্টার ও নার্সিং প্রশিক্ষণ দিতে চান। বন্দিদশা কাটিয়ে চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে তাঁরা যেন প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা কারা বিভাগের মহাপরিদর্শকের কাছে প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রস্তাবও রেখেছেন। মানবাধিকার সংগঠনের কর্তা বলেন, সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষে তাঁরা টানা ১২ বছর ধরে কারাগারে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন করছেন। রাজ্য কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য টুম্পা মুখার্জি বলেন, অপরাধ ছেড়ে ওরা যেন সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে, সেই প্রয়াস তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। সংস্থার অফিস সহকারী শ্রেয়া দে বলেন, প্রথমবার তিনি রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে এই বিশেষ সংশোধনাগারে এসেছেন। বিচারাধীন বন্দি ভাইদের হাতে রাখি পরিয়ে আজ তিনি একটা আলাদা অনুভূতি পেলেন। এদিন ব্যারাকপুর বিশেষ সংশোধনাগারে হাজির ছিলেন সংস্থার সিইও সতীশ কুমার, কেন্দ্রীয় কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য আকাশ তালুকদার, রাজ্য কমিটির সদস্যা মন্দিরা নাথ ও জবারতি জানা, রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অধিকার মিত্র মিঠুন চক্রবর্তী প্রমুখ।

রাখি বন্ধন উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে রাখি পরালেন বিজেপি কাউন্সিলর মীনাদেবী পুরোহিত।

পুরস্কৃত প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড মর্যাদাপূর্ণ 'ইটন গ্লোবাল সাপ্লায়ার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৬'-এ ভূষিত হল। গুণমান, সরবরাহ, উদ্ভাবন এবং পরিচালনগত উৎকর্ষে অসামান্য পারদর্শিতার জন্য ভারতে থেকে একমাত্র সংস্থা হিসেবে প্যাটন স্বীকৃতি পেয়েছে। প্যাটন একটি সরকার স্বীকৃত রপ্তানি সংস্থা এবং একটি স্টার এক্সপোর্টার। পশ্চিমবঙ্গে এর ৮টি অত্যাধুনিক উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে ৩৫০০-এরও বেশি কর্মী কর্মরত। এটি এবিবি, ইটন, এমারসনের মতো শীর্ষস্থানীয় সংস্থার গ্লোবাল ভ্যালু চেইন পার্টনার। প্যাটন উচ্চ নির্ভুলতার ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রাংশ তৈরি করে এবং এর পণ্যগুলি আন্ডাররাইটার্স ল্যাবরেটরিজ, কানাডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশনের মতো বিশ্বখ্যাত গুণমান প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুমোদিত। এই সংস্থাটি ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়ের কাছ থেকে জাতীয় রপ্তানি পুরস্কার পেয়েছে এবং উৎপাদন উৎকর্ষ, উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি পারদর্শিতার জন্য ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি পুরস্কার বিজয়ী।

গঠিত হল সনাতনী স্বাস্থ্য সেনা: বৃহস্পতিবার সনাতনী স্বাস্থ্য সেনা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সংগঠনের ঘোষণা করল। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ পি কে হাজরা আহ্বায়ক, ডঃ অশোক পোদ্দার সহ-সভাপতি, প্রবীণ সাংবাদিক বিবেক শুক্লা জাতীয় মুখপাত্র, সুস্মিতা মুখার্জি কোষাধ্যক্ষ, রাখি মিত্র সচিব এবং দীপঙ্কর দেবনাথ সাংগঠনিক সচিব হিসেবে নির্বাচিত হন। প্রেস ক্লাব, কলকাতায় আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণাটি করা হয়। আহ্বায়ক ডঃ পি কে হাজরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটি করেন।

এসডিসি মালদার উদ্যোগে যুবকদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেকসই জীবিকা সৃষ্টির প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার অব্যাহত রেখে, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (পাওয়ারগ্রিড), তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা উদ্যোগে মালদার স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে (এসডিসি) ৭ম ব্যাচের ৫৪ জন প্রার্থীর প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে। এই অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক আদীশ কুমার গুপ্ত, চিফ জেনারেল ম্যানেজার (এএম) অরুণ কুমার সিং এবং ইআর-২ এর কর্মী প্রধান সন্দীপ কুমার বারিক-সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অংশীদাররা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

যুবকদের কর্মসংস্থানযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ তৈরির উপর জোর দেন। তারা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ও পরিকাঠামো খাতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তাদের উৎসাহিত করেন। মালদার এই সেন্টারে ৭ম ব্যাচ পর্যন্ত ৩৩০ জন প্রার্থীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ৭ম ব্যাচের ২৯ জন সহ মোট ১৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ, সঞ্চালন, উৎপাদন এবং পরিকাঠামো খাতের শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলিতে চাকরি পেয়েছেন।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২৯ অগস্ট ২০২৬, ১১ ভাদ্র ১৪৩৩, শনিবার

স্কুলে ফের এনসিসি ফেরাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে চিঠি

রাখিকে 'রাষ্ট্রবাদের বন্ধন' বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার নজরুল মঞ্চে শুক্রবার রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে স্কুল-কলেজে ফের এনসিসি চালুর কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, সীমান্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনসিসি চালুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। রাজ্যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনসিসি ফিরিয়ে আনার আবেদন জানিয়ে শুক্রবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংকে চিঠি দেওয়ার কথাও জানান তিনি।

রাখিবন্ধনকে শুধু ভাই-বোনের সম্পর্কের উৎসব হিসেবে না দেখে এর সঙ্গে দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রচেতনার যোগ রয়েছে বলেই শুক্রবার দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রায় ৪ হাজার জায়গায় সরকারি উদ্যোগে ২৬ লক্ষ রাখি বিতরণ কর্মসূচির সূচনা হয়। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে জাতীয় ঐক্য ও তরুণ প্রজন্মকে দেশগঠনের কাজে যুক্ত করার প্রসঙ্গ।

এদিন রাখির ঐতিহাসিক দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুভেন্দু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গ তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে সে সময় অকাল রাখিবন্ধন পালনের কথা উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাখির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। একই সঙ্গে সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে রাখিপূর্ণিমার সম্পর্কের কথাও শুক্রবার তার বক্তব্যে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি ছোট চলচ্চিত্র দেখানো হয়, যেখানে রাখিবন্ধনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভাবনার যোগ তুলে ধরা হয়। পূর্বতন রাজ্য সরকার এর আগে জাতীয় স্তরের কিছু কর্মসূচি থেকে দূরে থাকলেও এখন বর্তমান সরকার সেই অনুষ্ঠানগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ব যোগ দিবসের প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, এ বছর রাজ্যে প্রায় ৩ কোটি মানুষ যোগ দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। কলকাতার রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ একসঙ্গে যোগাভ্যাস করেন বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও স্বাধীনতার ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতেও রাজ্যের অংশগ্রহণের কথা এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এবার রাজ্যে ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার রাখিবন্ধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত তরুণদের একটা বড় অংশকে ভবিষ্যতে প্রশাসন ও

দেশের কাজে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেন শুভেন্দু। পড়াশোনার পাশাপাশি আইআইটি, আইটিআই এবং বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করার কথা বলেন তিনি। ইউপিএসসি ও পিএসসি পরীক্ষায় সাফল্য পেয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব নেওয়ার কথাও বলেন। এছাড়াও 'খেলো ইন্ডিয়া', 'জোড়ো ইন্ডিয়া', ভারতীয় সেনা এবং অগ্নিবাহিনীর মতো ক্ষেত্রেও তরুণদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবারের বক্তব্যে নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। একাদশ শ্রেণি থেকে কলেজের তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর জাতীয় সেবা প্রকল্প বা এনএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা জানান তিনি। সবশেষে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার পাশাপাশি তরুণদেরও প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসরায়েলের মডেলের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি।

উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে সীমান্তবর্তী স্কুল-কলেজে এনসিসি বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব উঠেছিল বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে আগে এনসিসি বন্ধ করে 'জয় হিন্দ বাহিনী' চালু করা হয়েছিল। বক্তব্যের একদম শেষে মুখ্যমন্ত্রী ২০২৬ সালের রাখিবন্ধনকে 'রাষ্ট্রবাদের বন্ধন' এবং 'নেশন ফার্স্ট'-এর ভাবনা নিয়ে পালনের আহ্বান জানান শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্যে রাখির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পাশাপাশি জাতীয় ঐক্য, তরুণদের দায়িত্ব এবং প্রতিরক্ষা শিক্ষার বিষয়ও একসঙ্গে উঠে আসে।

ফিরহাদ হাকিম টাকা বাঁচাতে ঘুরপথে সমন্বয় সাধন করছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিধানসভা নির্বাচনে ধরাশায়ী হতেই ঘাসফুল শিবির ছন্নছাড়া। কেউ কালীঘাট তৃণমূলে, আবার কেউ ঋতব্রত তৃণমূলে। যদিও প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এখন ঋতব্রত তৃণমূলে অর্থাৎ ভালো তৃণমূলে। ফিরহাদ হাকিম ইস্যুতে শুক্রবার মুখ খুললেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। এদিন প্রয়াত বিজেপি নেতা মণীশ শুক্লার জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলা ও সৃষ্টি সমাজসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে টিটাগড়ে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এসে মন্ত্রী দাবি করেন, ফিরহাদ হাকিম টাকা বাঁচানোর জন্য ঘুরপথে সমন্বয় সাধন করছেন। কিন্তু কলকাতা শহরের বুকে উনি যা দুর্নীতি করেছেন, ওনাকে তার জবাব দিতেই হবে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিট অফিসের বাইরে থাকা বিল বোর্ড ভাঙা নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী বলেন, ক্যামাক স্ট্রিট নিয়ে অযথা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। ক্যামাক স্ট্রিটের আশেপাশে যারা আছেন, তাদের নিয়ে ভাবার দরকার আছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদল হতেই তৃণমূলের একাংশ রাতারাতি গেরুয়া উত্তরীয় পরে বিজেপি সাজার চেষ্টা করছেন।

এপ্রসঙ্গে মন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, অনেকেই ভাবছেন, উত্তরীয় পরলে সব মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যারা বিজেপি কর্মীদের মারধর করেছে, যারা বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়েছে, যারা বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে লুঠপাট চালিয়েছে, সাইড লাইন দিয়ে তারা গেরুয়া উত্তরীয় পরে নিচ্ছেন এতে কিছু লাভ হবে না। মণীশ শুক্লাকে স্মরণে এনে মন্ত্রী বলেন, যারা ওকে খুন করিয়েছে, যারা ওকে খুন করেছে, তারা নিশ্চিতরূপে সাজা পাবে। বিচার না পেলে টিটাগড়ের মানুষ জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন। মণীশের সেবামূলক কাজের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে ওঁর অবদান ভোলার নয়। টানা এক সপ্তাহ কিংবা দশ দিন রক্তদান শিবির করার নজির রেখে গিয়েছে মণীশ। মানুষের জন্য মণীশ কাজ করতো। তাই তো ওকে মানুষ এতো ভালোবাসতো। উক্ত রক্তদান শিবিরে হাজির ছিলেন মণীশের পিতা তথা চিকিৎসক চন্দ্রমণি শুক্লা, প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, যুব নেতা জয় সাহা, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ, দলের ব্যারাকপুর-১,২ ও ৩ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে গোবিন্দ দাস, অনামিকা নাগ ও সন্তোষ সিং-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

'জ্যোতি বসুর দেহ কাজে আসেনি, দেহ দান করবেন না'

অঙ্গদানেই জোর দিয়ে দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'জ্যোতি বসুর দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে আসেনি', শুক্রবার এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। শঙ্কর নেত্রালয়ের একটি চক্ষুদান সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি গোটা দেহদানের বদলে অঙ্গদানের উপর বিশেষ জোর দেন। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর পর দেহদান না করার আর্জিও জানান তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই চিকিৎসা শিক্ষায় মৃতদেহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়।

শুক্রবার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্যোতি বসুর প্রসঙ্গ তুলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে দেহটা দান করেছিলেন, মেডিক্যাল সায়েন্সের কোনও কাজে আসেনি তা। কাজে আসত যদি তিনি লাইভডোনেশন করতেন। এরপরই তিনি বলেন, কেউ দেহ দান করবেন না।

যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য মূলত ছিল মৃত্যুর পরে অঙ্গদান এবং দেহদানের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির ব্রেন ডেথের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটরের সাহায্যে হৃদযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালন কিছু সময় চালু রাখা সম্ভব। সেই অবস্থায় কিডনি, লিভার, হৃদযন্ত্রের মতো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য নিলে তা অন্য ব্যক্তির কাজে আসতে পারে। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তসঞ্চালন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যে অবস্থাকে ক্লিনিক্যাল ডেথ বলা হয়, তখন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কোনও সুযোগ থাকে না। সেই পর্যায়ে দেহদান করা হলে তা মূলত মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগে চিকিৎসা শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।

যদিও এখন কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি দেহ সহজলভ্য হওয়ার কারণে এই ধরনের দেহ গ্রহণের ক্ষেত্রেও অনীহা দেখাচ্ছে চিকিৎসক মহল। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, ডাক্তারি পড়ুয়ারা বর্তমান সময়ে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মৃতদেহের থ্রিডি মাধ্যমে তৈরি মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বিভিন্ন শারীরিক কাঠামো হাতে-কলমে শিখে নেন। সেক্ষেত্রে মৃতদেহর ব্যবচ্ছেদ প্রয়োজন হয় না। তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, জ্যোতি বসু যদি ব্রেন ডেথের সময় অঙ্গদানের সুযোগ দিতেন, তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত। এই মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, শুনেছি শারদ্বতবাবু চিকিৎসক। টেকনিক্যাল বিষয়ে চিকিৎসকরা যা বলবেন তারপর আমার মতো সাধারণ মানুষের বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়। ওঁর কথার উত্তর দেবেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে দেহদানের নেপথ্যে যে দার্শনিক মন লাগে, তা ছিল নবতিপর জ্যোতি বসুর। তাঁর ওই সিদ্ধান্ত সমাজের অসংখ্য মানুষকে দেহদানের জন্য উৎসাহিত করেছিল।

যদিও শুক্রবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোটা দেহদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, অনেকে বলেন, আমি গোটা বডিটা দান করে দিলাম। গোটা বডিটা দান করে কোনও লাভ নেই। অঙ্গদান করুন। মৃতদেহ নিয়ে এখন আর শব ব্যবচ্ছেদ-এর দরকার নেই। তাই দয়া করে দেহ দান করবেন না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এমন থ্রি ডি ইমেজ তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকেই শেখা যাচ্ছে। ইউরোপে আমেরিকায় ইতিমধ্যেই লাইভ বডি ডিসেকশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু রাজ্যের বর্তমান পরিকাঠামো কি সেই জায়গায় পৌঁছেছে? নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. সুদেষ্ণা মজুমদারের বক্তব্য অনুযায়ী, এখনও বহু মেডিক্যাল কলেজে মৃতদেহ সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে যেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিকাঠামো নেই, তাদের কলকাতার কয়েকটি বড় মেডিক্যাল কলেজের উপর নির্ভর করতে হয়।

তাঁর বক্তব্য, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে অন্য মেডিক্যাল কলেজগুলিকে মৃতদেহের প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে। রাজ্যে নতুন করে একাধিক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজও তৈরি হয়েছে, কিন্তু সব জায়গায় অ্যানাটমি বিভাগের পরিকাঠামো এখনও সমান নয়। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর মেডিক্যাল কলেজ এবং সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ-সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের কাছে পড়াশোনার জন্য মৃতদেহ চেয়েছে বলে জানিয়েছেন অ্যানাটমি বিভাগের চিকিৎসকেরা। দুর্গাপুরের একটি মেডিক্যাল কলেজও মৃতদেহ চেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা শিক্ষায় দেহদানের প্রয়োজন আদৌ শেষ হয়ে গিয়েছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তি, থ্রি ডি মডেল এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিকিৎসা শিক্ষায় নতুন সুযোগ তৈরি করছে। অন্যদিকে, রাজ্যের একাধিক মেডিক্যাল কলেজ এখনও হাতে-কলমে অ্যানাটমি শেখানোর জন্য মৃতদেহের উপর নির্ভরশীল। ফলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 'দেহ দান করবেন না' আর্জির পর বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসা মহলে মতভেদ সামনে নিয়ে এল।

বোন দীপালির কাছে রাখি পরলেন অভিনেতা ও সাংসদ দেব।

কলকাতা ও রাজ্যজুড়ে ফের দুর্যোগের মেঘ, জারি হলুদ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর বাদ্যি বাজতে শুরু করলেও পিছু ছাড়ছে না বৃষ্টি। বর্ষা বিদায়ের কোনও লক্ষণ তো নেই-ই, উল্টে নতুন করে বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের জেরে রাজ্য জুড়ে বাড়তে চলেছে দুর্যোগের মেঘ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে নতুন করে তৈরি হতে চলেছে একটি নিম্নচাপ। পাশাপাশি, বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এলাকার ওপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। মৌসুমী অক্ষরেখাও দিঘার উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে সোজা গিয়েছে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। এই ত্রিমুখী আবহাওয়া ব্যবস্থার জেরে শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মেঘলা হতে শুরু করবে। দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ নামবে বৃষ্টি। শনিবার ভারী বর্ষণে ভিজবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর। রবিবার এবং সোমবার বৃষ্টির দাপট আরও বাড়বে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে। বৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলের জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। অন্যান্য জেলাতেও ঝোড়ো বাতাসের গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার।

সরকারি কর্মীদের বদলিতে জুন থেকেই নতুন নিয়ম

সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা 'কম্পোজিট ট্রান্সফার গ্রান্ট', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রাজ্যের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য নতুন 'ট্রান্সফার গ্রান্ট' এবং 'প্যাকিং অ্যালাওয়েন্স' ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে জানান রাজ্যে কর্মরত অবস্থাতে বদলি হলে সরকারি কর্মীদের প্যাকিং ও যাতায়াতের খরচ মেটাতে এবার নতুন ব্যবস্থা চালু করছে রাজ্য সরকার। পুরনো 'ট্রান্সফার গ্রান্ট' এবং 'প্যাকিং অ্যালাওয়েন্স'-এর বদলে চালু হচ্ছে 'কম্পোজিট ট্রান্সফার অ্যান্ড প্যাকিং গ্রান্ট'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভা এই নতুন ব্যবস্থায় অনুমোদন দিয়েছে।

এই নতুন নিয়মে বদলির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কর্মচারীদের এককালীন অনুদান দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে কর্মীর বেসিক পে-র ৮০ শতাংশ, অথবা ৫০ হাজার টাকা, যেটি কম, সেই পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে। এই টাকা পাওয়ার জন্য খরচের বিল বা রসিদ জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে বদলির দূরত্বের ভিত্তিতে অনুদানের হার আলাদা হবে বলেই নির্দেশিকায় জানান হয়েছে। ৩০ কিলোমিটার বা তার বেশি দূরে বদলি হয়ে কর্মীকে নতুন জায়গায় গিয়ে থাকতে হলে পুরো হারে অনুদান মিলবে। ৩০ কিলোমিটারের কম দূরত্বের বদলির ক্ষেত্রে দেওয়া হবে নির্ধারিত অনুদানের এক-তৃতীয়াংশ ধার্য করা হবে।

তবে নতুন নিয়মে শুধু কর্মরত অবস্থায় বদলির ক্ষেত্রেই এই সুবিধা দেওয়া হবে না। অবসরের পর কোনও কর্মী নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস শুরু করলে তাঁর ক্ষেত্রেও এই অনুদানের সুবিধা দেওয়া হবে। শুক্রবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বদলির ক্ষেত্রে নতুন নিয়মটি ২০২৬ সালের ১ জুন থেকে কার্যকর করা হবে। অবসরের পর নতুন জায়গায় বসবাস শুরু করার ক্ষেত্রে কার্যকারিতার তারিখ হবে ২০২৬ সালের ৩১ মে।

দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা ট্রান্সফার গ্রান্ট এবং প্যাকিং অ্যালাওয়েন্সের বদলে একই ব্যবস্থার আওতায় এই নতুন অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এতে বদলি হওয়া কর্মীদের আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা আরও সহজ হবে।

কলেজের পরিচালন সমিতিতে বিজেপি প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন ঋতব্রতের

'ছাত্র সংসদ নির্বাচন অবিলম্বে করতে হবে', দাবি বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার রানি রাসমণি রোডে শুক্রবার টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে সরব হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল আমল থেকে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি অবিলম্বে নির্বাচন করানোর দাবি জানান। একই সঙ্গে কলেজের পরিচালন সমিতিতে বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের প্রতিনিধি হিসেবে রাখা নিয়েও রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি।

শুক্রবার সভামঞ্চ থেকে ঋতব্রত বলেন, মমতা সরকার ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র আন্দোলনের প্রোডাক্ট। ছাত্র সংসদ নির্বাচন অবিলম্বে করতে হবে। এরপরেই বর্তমান বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, আগের সরকারের ভুলের পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, তৃণমূলের ভুলের উপর দাঁড়িয়ে সরকার চালাবেন না। এই সরকার যা বলেছিল সেই অনুযায়ী কাজ করছে না। মমতায়ন, অনিলায়ন করবেন না। শুক্রবার কলেজের পরিচালন সমিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ঋতব্রত। তাঁর বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ভূমিকা কেন থাকবে। বিশেষ করে বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদদের পরিচালন সমিতিতে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাজ্যে বাম আমলে শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে 'অনিলায়ন'

শধটি রাজনৈতিক মহলে বহুল প্রচলিত হয়েছিল। সিপিএমের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের নাম থেকেই এই শধের ব্যবহার শুরু হয়। ২০১১ সালে বাম সরকারের পতনের পরেও শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি নিয়ে বিতর্ক থামেনি। তৃণমূল জমানায় 'তৃণমূলায়ন'-এর অভিযোগও বারংবার উঠেছে। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব কমানোর কথা বলে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকার পোষিত স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের রাখা হবে না। প্রশাসক নিয়োগের পথেও এগোয় সরকার।

তবে সম্প্রতি শিক্ষাদপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট পদে বিধায়ক বা সাংসদদের রাখার কথা জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তালিকায় বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নাম রয়েছে। তাঁদের কয়েকজন নিজের বিধানসভা বা লোকসভা এলাকার বাইরের কলেজের দায়িত্বও পেয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেই শুক্রবার প্রশ্ন তোলেন ঋতব্রত। একদিকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ থাকা, অন্য দিকে কলেজ পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের জায়গা দেওয়া, দুই বিষয়কে সামনে রেখেই বিজেপি সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে এদিন সরব হন তিনি।

ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের হোর্ডিং-কাণ্ডে মিলল না অন্তর্বর্তী স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর থেকে অবৈধ বিলবোর্ড এবং সাইনবোর্ড খোলার ঘটনায় এখনই হস্তক্ষেপ করতে রাজি হল না কলকাতা হাইকোর্ট। তৃণমূলের তরফে তড়িঘড়ি অন্তর্বর্তী নির্দেশের আবেদন জানানো হলেও শুক্রবার আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, এই মুহূর্তে কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী জানান, 'সাইনবোর্ডটি ইতিমধ্যেই খুলে ফেলা হয়েছে। ফলে এই অবস্থায় আদালতের এখনই হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। সব পক্ষ হলফনামা পেশ করার পর নথি খতিয়ে দেখেই শুনানির দিন নির্ধারণ করা হবে।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, তৃণমূলের তরফে এই বিষয়ে দ্রুত শুনানির আর্জিও জানানো হয় সকালে। তৃণমূলের আইনজীবী তখন বলেন, 'বিকেল ৪টে ৪৫ মিনিট নাগাদ তৃণমূলের অফিসে গিয়ে কলকাতা পুরসভার কর্মীরা বিলবোর্ড ভেঙে দেওয়ার কাজ করেন। বৃহস্পতিবারই হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে জানানো হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি এই বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলেন।' তারপরেই তৃণমূলের আইনজীবী অতিরিক্ত তালিকা বের করে যত দ্রুত সম্ভব মামলাটি শোনার আর্জি জানান। এরপর বিচারপতি রায়চৌধুরী তৃণমূলের আইনজীবীকে মামলা দায়ের করে তার নম্বর নিয়ে আসতে বলেছিলেন শুক্রবার সকালে। তিনি বলেছিলেন, 'মামলার নম্বর না পড়লে আমি শুনতে পারব না। মামলার নম্বর আসার পরেই শুনানি হবে। তার আগে সম্ভব নয়। আপনি নম্বর নিয়ে আসুন, তারপর শুনানি হবে।' এর পাশাপাশি, মামলার অন্য পক্ষকেও বিষয়টি জানাতে বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ৩ হাজার বর্গফুটেরও বেশি আয়তনের প্রধান কার্যালয়ের ছাদ থেকে বিশাল সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলে কলকাতা পুরসভা। অভিযোগ, পুরসভার আইন ভেঙে কোনো অনুমতি না নিয়েই এবং কর না দিয়েই বছরের পর বছর ধরে ওই বিশাল হোর্ডিংটি বসানো ছিল। পুরসভা ও পুলিশের যৌথ দল অভিযান চালিয়ে সেটি খুলে দেয়। তবে সাইনবোর্ড খোলার প্রক্রিয়াটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে দেননি তৃণমূল নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে পুরসভা ও পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন দলের সর্বভারতীয় প্রতিনিধিরা। রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা সিঁড়িতে শুয়ে পড়ে পুরকর্মীদের ছাদে ওঠা আটকানোর চেষ্টা করেন। শুরু হয় ব্যাপক ধস্তাধস্তি। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে ধাক্কা মারারও অভিযোগ ওঠে। শেষপর্যন্ত পুরকর্মীরা ভবনের মূল দরজা ও ছাদে যাওয়ার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন এবং সাইনবোর্ডটি উপড়ে ফেলেন। এই ঘটনার জেরে সরকারি কাজে বাধা এবং অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে শেক্সপিয়র সরণি থানায় তিনটি আলাদা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুরসভার আধিকারিক ও পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ সার্জেন্টের তরফে দায়ের করা এই এফআইআর-এ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও ডেরেক ও'ব্রায়েন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও হুমায়ুন কবীরদের নাম রয়েছে। ঘটনাটি ঘটার পর পুলিশ এ পর্যন্ত ১৩ জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে।

পুরসভার অভিযানের পর বৃহস্পতিবার রাতেই ওই একই জায়গায় ফের তৃণমূলের নামাঙ্কিত একটি ব্যানার ঝুলিয়ে দেন দলীয় সমর্থকরা। শুক্রবার সকালে এই ঘটনাকে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ' আখ্যা দিয়ে তড়িঘড়ি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান আইনজীবী কিশোর দত্ত। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর নির্দেশে মামলাটি বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর এজলাসে ওঠে। তৃণমূলের তরফে ঘটনার দিন উপস্থিত পুলিশ ও পুরকর্মীদের নাম প্রকাশের আবেদন জানানো হয়েছিল, কিন্তু আদালত সেই আর্জিও খারিজ করে দেয়। এদিকে এই ঘটনায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে বিজেপির নির্দেশে পুরসভাকে দিয়ে এই বেআইনি কাজ করানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

খুলছে পাটকল, বাড়ছে চাহিদা, খুশি পাটচাষিরা

প্রতিবেদন রাজ্যে পালাবদলের পর তৈরি হয়েছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। তথ্য বলছে, প্রায় পাঁচ দশক পর রাজ্য ও কেন্দ্রে এক দলের সরকার এই প্রথম। আর সেটা যে বাংলার জন্য কতটা দরকার ছিল সেটা এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল ফলতে শুরু করেছে বাংলার মাটিতে। ৯ মে মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার পর সবে সাড়ে তিন মাস গড়িয়েছে এর মধ্যেই একাধিক ক্ষেত্রে ফের সোনালি দিনের হাতছানি, উন্নয়নের সম্ভাবনা, মানুষের মুখে হাসি। এর মধ্যে অন্যতম হল পাটচাষিরা। সরকার বদলাতেই ধীরে ধীরে হাসি ফুটতে শুরু করেছে পাটচাষিদের মুখে। কারণ কী? বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, অন্য বছরের তুলনায় এবার পাটের দাম অনেকটাই বেশি। ফলে পাট চাষ করে লাভের মুখ দেখার আশায় খুশি নদীয়ার বিরাট সংখ্যক পাটচাষি। গত কয়েক বছর ধরে যেখানে চাষিরা কুইন্ট্যাল প্রতি সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে ছ'হাজার টাকা দাম পেয়েছেন, সেখানে এবার ভালো মানের পাটের দাম উঠছে ১২,২০০ থেকে ১৩,৫০০ টাকা পর্যন্ত। পাট ব্যবসায়ীদের মতে, বাইরে থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে পাটের জোগান না আসায় স্থানীয় পাটের চাহিদা বেড়েছে।সেই সঙ্গে রাজ্যের বিজেপি সরকারের আমলে পরপর বেশ কয়েকটি পাটকল খুলেছে। শুরু হয়েছে উৎপাদন। তারই প্রভাব পড়েছে পাটের দামে।নদীয়া জেলায় মূলতঃ পাট বেচেই বহু চাষি সংসার খরচ চালিয়ে পরবর্তী মরশুমের চাষের পুঁজি জোগাড় করে থাকেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে পাটের দাম আশানুরূপ না থাকায় চাষিদের একাংশ পাট চাষ থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করে। তাঁদের অভিযোগ, উৎপাদন খরচ বাড়লেও সেই অনুপাতে পাটের দাম বাড়েনি। তার উপর বাইরে থেকে কম দামে পাট আসায় সমস্যা বাড়ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের পাট তুলনামূলক কম দামে বাজারে আসায় স্থানীয় পাটের চাহিদা কমে গিয়েছিল।এবার সেই জোগান না থাকায় স্থানীয় পাটের চাহিদা বেড়েছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দামও। তবে একের পর পাটকলগুলো খুলতে শুরু করার আশার আলো দেখছেন তাঁরা।

শব্দছক ২৫৫

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. গরল ৪. ভ্রমণ ৬. আন্দামানের এক দ্বীপ ৭. আকাশ ৮. আকর্ষণ ৯. উঁচু পাহাড় থেকে নীচে গভীরতম অঞ্চল ১০. ঘনীভূত ১২. আগাম ধারণার লিপিবন্দীকরণ ১৪. পর্যুদস্ত ১৫. খল ১৭. ভ্রমর ১৮. ময়লা ১৯. অভিযোগ ২০. সখ্যতা ২১. চিৎকার করে তিরস্কার করা ২২. সামান্য কিছু বা কয়েকটা

ওপর-নিচ: ১. প্রত্যেকদিন ২. তিব্বতের রাজধানী ৩. লগ্ন-র কাব্যরূপ ৪. সাল ৫. উদরপূর্তির উপাদান ৮. তাজা ৯. মন্দ ১১. মনুর আলয় থেকে নাম ১৩. সমস্ত ১৬. পাকা ছোঁড়া ১৭. বাধাহীন ১৮. মশা ১৯. নাসিকা ২০. বাষ্পীয় উত্তাপ

সমাধান ২৫৪ — পাশাপাশি: ১. অজয় ৫. নয়নজল ৮. অবয়ব ৯. বল ১২. ধূধূ ১৩. নাকাল ১৫. প্রলাপ ১৬. মালা ১৭. গুগলি ১৮. বঙ্গ ১৯. ছড়ি ২০. শয়ন

ওপর-নিচ: ২. জলবন্দী ৩. নয় ৪. বাজ ৫. নববধূ ৬. নভ ৭. লব ১০. বাঁকা ১১. অপ্রভ ১২. ধূপগুড়ি ১৩. নালা ১৪. লবঙ্গ ১৬. মালিশ ১৮. বন

আজকের দিন

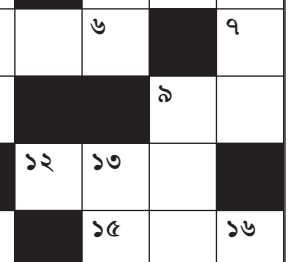

■ **১৮৩৩** — ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্য এই আইনটি পাস করে।

■ **১৯৫৮** — পপ আইকন মাইকেল জ্যাকসন ইন্ডিয়ানার গ্যারি শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্মদিন

১৯০৫ *হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামকৃষ্ণ হেগড়ের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋতম পোড়েলের জন্মদিন।*

মেজর ধ্যানচাঁদ

ভারতের ভোটার কার্ডেই আস্থা ট্রাম্পের
নির্বাচন কমিশনের কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

কণাদ দাশগুপ্ত

ভারতের নির্বাচন নিয়ে দেশীয় রাজনীতিতে যতই বিতর্ক থাকুক, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার একটি মৌলিক শক্তিকে এ বার কার্যত স্বীকার করে নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার নির্বাচনে বাধ্যতামূলক ভোটার পরিচয়পত্রের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ট্রাম্পের মুখে উঠে এল ভারতের উদাহরণ। শুধু ভারত নয়, সরাসরি ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কথাও উল্লেখ করলেন তিনি। এখানেই খবরটির আসল তাৎপর্য।

ট্রাম্প বলেছেন, সম্প্রতি তাঁর প্রশাসনের সঙ্গে কথোপকথনে জ্ঞানেশ কুমার প্রশ্ন করেছিলেন, বৈধ ছবি-সহ পরিচয়পত্র ছাড়াই আমেরিকায় কী ভাবে নির্বাচন হয়? তার পরেই ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনের উদাহরণ টেনে ট্রাম্প বলেছেন, ভারতে ৬৪ কোটি ৬০ লক্ষের বেশি মানুষ ভোট দিয়েছেন, অথচ এক শতাংশেরও কম ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন এবং ভোটারদের বৈধ ছবি-সহ পরিচয়পত্র ছিল।

একটি বিষয় অবশ্য পরিষ্কার রাখা জরুরি। ট্রাম্পের রাজনৈতিক বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকায় তাঁর প্রস্তাবিত '(A)E America Act'-এর পক্ষে জনমত তৈরি করা। সেই আইনে নাগরিকত্বের প্রমাণ এবং ভোটার পরিচয় যাচাইয়ের মতো কঠোর বিধির কথা রয়েছে। (afeguard American) oter Eligibility Act মূলত আমেরিকার ফেডারেল নির্বাচনে ভোটার যোগ্যতা ও পরিচয় যাচাই আরও কঠোর করার প্রস্তাব। এর অন্যতম লক্ষ্য ভোটার হিসেবে নথিভুক্তির সময় মার্কিন নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া। পাশাপাশি ভোটের সময় দেশজুড়ে ছবি-সহ বৈধ পরিচয়পত্রের প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব রয়েছে। ভারতের উদাহরণ টানা ট্রাম্পের নিজের রাজনৈতিক যুক্তির অংশ। কিন্তু সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাইরে যে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, ভারতের নির্বাচনী কাঠামোর একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আমেরিকার মতো উন্নত গণতন্ত্রেও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এটাই নির্বাচন কমিশনের সাফল্যের জায়গা।

ভারতে ভোটার পরিচয়পত্র কোনও হঠাৎ আবিষ্কার নয়। বহু বছরের প্রশাসনিক পরিকাঠামো, ভোটার তালিকা প্রস্তুতি, সংশোধন, বুথ-স্তরের যাচাই এবং নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। প্রায় ৬৫ কোটি মানুষকে নিয়ে একটি সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করা এবং প্রতিটি ভোটকে একটি নির্দিষ্ট ভোটারের সঙ্গে যুক্ত রাখার চেষ্টা নিছক প্রযুক্তিগত কাজ নয়, এটি বিরাট প্রশাসনিক দক্ষতার পরীক্ষা। আর সেই ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন সংবিধানপ্রদত্ত একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। সরকার বদলায়, রাজনৈতিক সমীকরণ বদলায়, বিরোধী দল ক্ষমতায় আসে, শাসক দল বিরোধী হয়, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বদলায় না। ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, ভোটার পরিচয় যাচাই, ভোটগ্রহণের পরিকাঠামো তৈরি, রাজনৈতিক দলগুলির আচরণবিধি কার্যকর করা এবং ফল ঘোষণা- এই বিশাল ব্যবস্থাটিকে একই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখাই তার অন্যতম বড় দায়িত্ব।

জ্ঞানেশ কুমারের প্রসঙ্গটি সেই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ভারতের ২৬তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নেন। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার প্রশাসনের যোগাযোগ এবং পরবর্তী সময়ে ট্রাম্পের প্রকাশ্য মন্তব্য দেখিয়ে দিল, ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা এখন কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক আলোচনার বিষয় নয়; আন্তর্জাতিক স্তরেও তার দৃষ্টান্তমূল্য তৈরি হয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটেছে এর ঠিক আগে। জ্ঞানেশ কুমার সম্প্রতি ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। দুই পক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা এবং নির্বাচনকর্মীদের প্রশিক্ষণ নিয়ে সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে একমত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই ট্রাম্পের প্রকাশ্য মন্তব্য। ঘটনাগুলিকে পাশাপাশি রাখলে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আন্তর্জাতিক আগ্রহটি স্পষ্ট হয়।

এখানে ভারতের জন্য আত্মতুষ্টির কারণ নেই, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের কারণ অবশ্যই আছে। কারণ, গণতন্ত্রের মান বিচার হয় শুধু নির্বাচনের ফল দিয়ে নয়; কে ভোট দিলেন, কী ভাবে ভোট দিলেন এবং সেই ভোটের বৈধতা কী ভাবে নিশ্চিত হল;এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েও হয়। ভারতের ভোটার পরিচয়পত্র ব্যবস্থা সেই উত্তরগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা নিখুঁত। ভোটার তালিকায় ভুল থাকতে পারে, সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে, রাজনৈতিক দল কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে, এমন দাবি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক। বরং কমিশনের শক্তি হল, সমালোচনার মধ্যেও নিয়ম, প্রক্রিয়া এবং প্রমাণের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা করার ক্ষমতা। সেখানেই নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা প্রাপ্য।

আজ যখন বিশ্বের বহু গণতন্ত্রে ভোটের বিশ্বাসযোগ্যতা, ভোটার পরিচয়, নাগরিকত্ব যাচাই এবং নির্বাচনী কারচুপি নিয়ে বিতর্ক চলছে, তখন ভারতের অভিজ্ঞতাকে উদাহরণ হিসেবে সামনে আনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প ভারতের মডেল হুবহু গ্রহণের কথা বলেননি, তিনি নিজের দেশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতের একটি বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেটিই তো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রকৃত মাপকাঠি, অন্য কোনও দেশ নিজের সমস্যার সমাধানের আলোচনায় আপনার ব্যবস্থার উদাহরণ টানছে কি না। আর এখানেই জ্ঞানেশ কুমারের প্রসঙ্গটি প্রতীকী হয়ে উঠছে।

দেশের ভিতরে নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক চলবে। প্রশ্ন উঠবে, সমালোচনা হবে, সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও চাইতে হবে। সেটিই গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যকর লক্ষণ। কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের যে বিশাল সাংগঠনিক সক্ষমতা, সেটিকে অস্বীকার করারও কারণ নেই। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রে কোটি কোটি ভোটারকে নিয়ে নির্বাচন আয়োজন, ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করা এবং বিশাল প্রশাসনিক কাঠামোকে একই ছাতার নীচে পরিচালনা করা, এটি ছোট কোনও সাফল্য নয়।

ট্রাম্পের বক্তব্য তাই কেবল ট্রাম্পের বক্তব্য হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এর মধ্যে একটি বৃহত্তর বার্তা রয়েছে।

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে যত বিতর্কই থাকুক, ভারতের ভোটার পরিচয় যাচাইয়ের কাঠামো আজ আমেরিকার নির্বাচনী সংস্কারের আলোচনায় উদাহরণ হয়ে উঠেছে। আর সেই ব্যবস্থার সাংবিধানিক রক্ষক নির্বাচন কমিশন। সমালোচনা থাকুক, নজরদারি থাকুক, প্রশ্ন থাকুক, কিন্তু সাফল্য এলে সেটিও স্বীকার করতে হবে। কারণ গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার প্রথম শর্ত হল, তার ভুলের সমালোচনা যেমন করা হবে, তার সাফল্যের স্বীকৃতিও তেমনই দেওয়া হবে।

ট্রাম্পের মুখে ভারতের ভোটার পরিচয়পত্র সেই স্বীকৃতিরই একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত।

বিজ্ঞানের আলোয় অচেনা রমন: নোবেল জয়ের বাইরে এক আত্মমগ্ন নাবিক

সুনীল মাইতি

২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। ১৯২৮ সালের এই বিশেষ দিনটিতেই পদার্থ বিজ্ঞানী স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী আলোর বিকিরণ সংক্রান্ত তথ্য; যা বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'রমন ইফেক্ট' (Raman Effect) নামে অম্লান হয়ে রয়েছে। এই ঐতিহাসিক অর্জনের স্বীকৃতি

স্বরূপ ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম এশিয় হিসেবে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

রমন বলতেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে এক গম্ভীর মুখচ্ছবি; রেশমি পাগড়ী আর নোবেলজয়ী ভারতের গৌরবময় ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস যাকে কেবলমাত্র একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফ্রেমে বাঁধতে চেয়েছে; তাঁর সেই বাঁধাধরা পরিচয়ের আড়ালে রয়ে গেছে এক অন্য মানুষ। আলো; শব্দ আর প্রকৃতির সুরের প্রেমে মগ্ন এক আশ্চর্য অভিযাত্রী; যিনি রাজকীয় পদমর্যাদা প্রত্যাখ্যান করে আঁকড়ে ধরেছিলেন স্রেফ একটি গবেষণাগার। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের উদযাপনে রমন প্রভাবের গাণিতিক জটিলতা নয়; বরং আলোকপাত করা যাক মানুষ রামাকৃষ্ণ পুরম চন্দ্রশেখর রমাণের কিছু অপরিচিত; কৌতুহলোদ্দীপক এবং অনুপ্রেরণাদায়ী অধ্যায়ে। খুব কম মানুষই জানেন যে নোবেলজয়ী এই বিজ্ঞানী কর্মজীবনের শুরুতে ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা। ১৯০৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তৎকালীন ফাইনান্সিয়াল সিভিল সার্ভিস (FCS) পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করে রমন সহকারি হিসাবরক্ষক জেনারেল (Assistant Account General) হিসেবে কলকাতায় যোগ দেন। তৎকালীন সময়ে এটি ছিল অন্যতম সম্মানজনক ও লোভনীয় চাকরি।

কিন্তু যাঁর ধমনীতে বিজ্ঞানের রক্ত; তা কি লাল ফিতার বাঁধনে বেঁধে রাখা যায়? কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর একদিন কাজ থেকে ফেরার পথে বউবাজার স্ট্রিটে একটি সাইনবোর্ড তাঁর চোখে পড়ে; 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS)। প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারের এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে দিনের বেলা সরকারি চাকরি করতেন আর ভোর বেলায় কিংবা গভীর রাতে এসে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্ন হতেন। টানা দশ বছর এই কঠোর দ্বিবিধ জীবনযাপনের পর ১৯১৭ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'পালিত অধ্যাপক' হিসেবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান; তখন সরকারি চাকরির তিন গুণ বেশি বেতন ও সুযোগ- সুবিধা ত্যাগ করে তিনি গবেষণার পথ বেছে নেন। রমণ এফেক্ট আবিষ্কারের নেপথ্য কারণটি ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও নান্দনিক। ১৯২১ সালে ইউরোপ সফর শেষে যখন তিনি জাহাজে করে ভারতে ফিরছিলেন; তখন ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল জলরাশি তাঁর নজর কাড়ে। তৎকালীন সময়ে র্যালের (Lord Rayleigh) মতবাদ অনুযায়ী ধারণা করা হতো যে; সমুদ্রে নীল রঙ আসলে আকাশের প্রতিফলিত রং মাত্র। কিন্তু রমণ এই ব্যাখায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি জাহাজের ডেকে বসেই তাঁর পকেটে থাকা একটি সাধারণ প্রিজম; পকেট স্পেকট্রোস্কোপ ও পোলারাইজার দিয়ে সমুদ্রের জলের আলোকরশ্মি পরীক্ষা করতে শুরু করেন। তিনি প্রমাণ করেন; সমুদ্রের নীল রং আকাশের ছায়া নয়; বরং জলের অণু দ্বারা আলোর নিজস্ব বিচ্ছুরণের (Scattering of Light) ফল। এক বিশাল সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষের এই কৌতুহলীই পরবর্তীকালে আলোর কোয়ান্টাম তত্ব প্রমাণের নতুন পথ খুলে দেয়। রমন কেবল আলো নিয়েই মেতে থাকেন নি; তিনি ছিলেন শব্দের এক পরম অনুরাগী। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখাটি নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন অত্যন্ত গোপনে কাজ করেছেন; তা হলো 'শব্দ বিজ্ঞান' (Acoustics)। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা মনে করতেন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র যেমন, তবলা; বাঁশি বা মৃদঙ্গ ততটা বৈজ্ঞানিক নয়। রমন এই ধারণা ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। তিনি প্রমাণ করেন; তবলা এবং বায়া থেকে উৎপন্ন শব্দ অত্যন্ত সুরেল ও সুসংগত (Harmonic Overtone) তৈরি করে; যা অনেক পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের চেয়েও জটিল ও নিখুঁত।তবলার মাঝখানের কালো অংশটি (যাকে 'সায়াই' বলা হয়) কিভাবে শব্দের তরঙ্গকে সুনিয়ন্ত্রিত করে; তা তিনি গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং বীণার শব্দতরঙ্গ বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে ভারতীয় সংগীত কেবল কলা নয়; বরং চরম পদার্থবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ডঃ রমানের আত্মবিশ্বাস ছিল রূপকথার মত। ১৯২৮ সালে আবিষ্কারের পর তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পাবেন; যে পুরস্কার ঘোষণার পাঁচ মাস আগেই তিনি স্টকহোম যাওয়ার জন্য দুটি জাহাজের টিকিট বুক করে রেখেছিলেন। ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে যখন নোবেল কমিটির কাছে মনোনয়ন পাঠানো শেষ হয়; তখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ঘোষিত হয়নি। তবুও রমণ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সুইডেন যাওয়ার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিলেন। এই অদম্য আত্মবিশ্বাস কোনো অহংকার ছিল না; এটি ছিল নিজের কাজের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত নিষ্ঠার ফল। নোবেল প্রদানের সন্ধ্যায় যখন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের পতাকার নিচে তাঁকে নোবেল সম্মান দেওয়া হয়; তখনই আত্মসংযমী বিজ্ঞানী অঝোরে কেঁদে ফেলেছিলেন। পরে তিনি লিখেছিলেন; তখন আমি চারদিকে তাকালাম এবং দেখলাম আমার মাথার উপর ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে; তখন আমার মনে হয়েছিল আমার নিজের দেশের তো কোনো স্বাধীন পতাকা নেই। এই ভেবে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।দ জীবনের শেষ ভাগে ব্যাঙ্গালোরে 'রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউট' গড়ে তোলার পর তিনি বর্ণময় প্রকৃতির প্রেমে বুঁদ হয়ে যান। তিনি হাজার হাজার দুর্লভ রত্নপাথর; হীরা; মুক্তো; খনিজ; প্রজাপতির ডানা এবং রকমারি ফুল সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর গবেষণাগারটি দেখতে ছিল এক জাদুঘরের মতো। প্রজাপতির ডানায় আলো পড়ে কেন রং বদলায়; হীরে কিভাবে আলোকরশ্মি শোষণ করে, এসব নিয়েই তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন; 'সবচেয়ে বড় গবেষণাগার হলো আমাদের চারপাশের প্রকৃতি।দ রমণীর ব্যক্তিত্ব ছিল আপসহীন ।স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো নিয়ে তৎকালীন সরকারের অনেক নীতির সঙ্গেই তিনি একমত হতে পারেন নি। গবেষণায় সরকারি হস্তক্ষেপ তিনি একদম পছন্দ করতেন না। তাই তিনি ব্যাঙ্গালোরে নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও অর্থায়নে ইনস্টিটিউট তৈরি করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। নাইটহুড পাওয়া সত্ত্বেও নামের আগে 'স্যার' উপাধি ব্যবহারে উদাসীন ছিলেন। বিজ্ঞান বলতে কেবল দামি যন্ত্রপাতির প্রাচুর্য নয়; বরং অনুসন্ধিৎসু মন বোঝায়, ডক্টর সি ভি রমন সারা জীবন এটিই প্রমাণ করে গেছেন। জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে এই পরম দ্রষ্টাকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তাঁর মতো করে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখা এবং অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও সত্যের সন্ধানে অনড় থাকা। রমণ আমাদের শিখিয়েছেন; সদিচ্ছা ও অদম্য কৌতূহল থাকলে একটি সামান্য প্রিজম আর পকেট স্পেকট্রোস্কোপ দিয়েই বিশ্বজয় করা সম্ভব।

কোট-স্নানকোট

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে রাষ্ট্রবাদ প্রতিষ্ঠা করবই। সবাইকে বন্দে মাতরম গাইতে হবে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘ফোনটা আবার একবার বাজুক’

চোখের জলে দিন গুনছে নেপালে নিখোঁজ সন্দীপ গড়াইয়ের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের শিমডাল থেকে নেপাল, দূরত্বটা এখন যেন অসীম। একটিমাত্র ফোনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে একটি পরিবার। বারবার মোবাইলের পর্দার দিকে তাকিয়ে আছেন স্ত্রী তিথি গড়াই। যদি একবার ফোন আসে! যদি ওপার থেকে শোনা যায় পরিচিত সেই গলা, ‘আমি ভালো আছি।’ কিন্তু সেই ফোন আর আসছে না। নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের পর থেকে নিখোঁজ পূর্ব বর্ধমানের শিমডালের বাসিন্দা, বছর ৪০-এর সন্দীপ কুমার গড়াই।

২০১৯ সাল থেকে কাজের সূত্রে নেপালে থাকেন সন্দীপ। সেখানে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি। প্রতিদিনের মতো গত বুধবার, ২৭ অগস্ট সকালেও স্ত্রী তিথির সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল তাঁর। সকাল ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ ফোনে কথা বলার সময় সন্দীপ জানিয়েছিলেন, তিনি অফিসেই রয়েছেন। সেই কথাই যে শেষ কথা হয়ে থাকবে, তা ভাবতে পারেননি তিথি। তারপর কেটে গিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু আর কোনও ফোন

আসেনি সন্দীপের। দুপুরে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন করেন তিথি। কিন্তু তখন থেকেই সন্দীপের মোবাইল বন্ধ। প্রথমে বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলেই ভেবেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের খবর সামনে আসতেই আশঙ্কা বাড়তে থাকে। বারবার ফোন করেও যখন কোনও সাড়া মেলেনি, তখন আতঙ্ক আরও গভীর হয়। তিথি জানান, ‘বুধবার সকালেই শেষ কথা হয়েছিল। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। শুধু অপেক্ষা করছি, যদি ফোনটা একবার বাজে।’ কাঠমান্ডুতে সন্দীপের অফিসেও যোগাযোগ করেছে পরিবার। কিন্তু সেখান থেকেও কোনও তাঁর বিষয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। সন্দীপ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। স্ত্রী তিথি এবং এক ছেলে রয়েছে তাঁর। শিমডালের স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে ছেলে। বাবার অপেক্ষায় সেই ছেলের চোখও আজ পথ চেয়ে। ভোটের সময় শেষবার বাড়িতে এসেছিলেন সন্দীপ। কয়েকদিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ফের কর্মস্থল নেপালে ফিরে যান। তখন কে জানত, সেই ফেরাই পরিবারের কাছে এমন দুঃসহ অপেক্ষা হয়ে দাঁড়াবে! দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সন্দীপ ছিলেন ছোট ভাই। প্রসঙ্গত, বুধবার নেপালের রাসুয়া সীমান্তবর্তী এলাকায় ভয়াবহ হড়পা বানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক সেতু, রাস্তা, বসতি এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। বহু মানুষ নিখোঁজ হওয়ার খবর সামনে এসেছে। সেই নিখোঁজদের তালিকাতেই এখন উদ্বেগ নিয়ে নিজের স্বামীর নামের খোঁজ করছেন তিথি।

রাখির বন্ধনে সম্প্রীতির বার্তা, বীরভূম জুড়ে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: রাখি পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল বীরভূমজুড়ে। দিদি-বোনেদের কাছ থেকে রাখি পরলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী তথা সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। এদিন রাখি বন্ধনের তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘বিজেপি সরকার মা-বোনেদের জন্য অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু করার কথা বলেছিল, তা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। যোগ্যরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই সুবিধা পাবেন এবং প্রত্যেকেই এর আওতায় আসবেন।’ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আনন্দের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, ‘মা, দিদি ও বোনেরা এই সুবিধা পেয়েছেন, তাই সেই আনন্দের প্রতীক হিসেবে তারা অন্নপূর্ণা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাখি উৎসবে সামিল হয়েছেন।’ পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর সিউড়ি সফরের আগের দিনই ইরিগেশন কলোনি থেকে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পদযাত্রাও করেন তিনি। এদিন সিউড়ি-সহ বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্তে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন জনসংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নানা

কর্মসূচি। জেলার বিভিন্ন ব্লকেও রাখি বন্ধন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার সিউড়ি পৌরসভার গেটের কাছে ‘আর্ট অব লিভিং বীরভূম’-এর পক্ষ থেকে পথচলতি মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হয়। বীরভূম ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকেও সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে গাড়িচালক ও সাধারণ মানুষের হাতে রাখি পরানো হয়। স্বেচ্ছাসেবী সাংস্কৃতিক সংস্থা ‘প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম’-এর পক্ষ থেকে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের বার্তা দেওয়া হয়। পুরন্দরপুরেও রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও এবং সাঁইথিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহার উদ্যোগে বান্ধব সমিতির মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকলের হাতে রাখি বেঁধে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়া হয়। একইভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সিউড়ি হাটজনবাজার শাখার উদ্যোগেও রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হয়। ভাই-বোনের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সুরক্ষার প্রতীক হিসেবে পালিত রাখি পূর্ণিমার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। আধুনিক সময়ে সেই পারিবারিক সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে রাখি সামাজিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সৌহার্দ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

রাখি পরিয়ে খোকা ইলিশ বাঁচানোর বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: শুক্রবার রাখী পূর্ণিমা দিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয়েছে রাখি উৎসব। এবার অভিনব উপায়ে রাখি উৎসব পালন করতে দেখা গেল বিজেপি কর্মীদের। জানা গিয়েছে, হাওড়া বাগনান থানা এলাকার মানকুর বাজারে এদিন বিকেলে দেখা গিয়েছে ছোট ইলিশ বিক্রি হতে। যাদের ওজন ১০০ গ্রামের কাছাকাছি। এই ধরনের ইলিশ বিক্রি নিষিদ্ধ থাকলেও বিগত সরকার এটি নিয়ে তেমন একটা হেলদোল রাখে নি। এবার তাই ছোট ইলিশকে রাখি পরিয়ে ছোট ইলিশ সংরক্ষণের অভিনব বার্তা দিল বিজেপি কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি সোমনাথ ঘোষ। পাশাপাশি মহিলা ব্যবসায়ীরা এই ধরনের ছোট ইলিশ ধরা যে নিষিদ্ধ তা জানতেন না বলেও জানিয়েছে। তবে বিজেপি কর্মীদের এই ধরনের অভিনব রাখি উৎসব পরিবেশ কর্মীদের মন ছুঁয়ে গেছে।

ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেড
CIN : L26102WB1972PLC028352
ঠিকানা : ৮৮সি, লেক ভিউ রোড, কলকাতা ৭০০০২৯
ই-মেইল : cs@indobell.com | ওয়েবসাইট : www.indobell.com

বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ, এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় [illegible] ("এমসিএ সার্কুলার") এবং [illegible] ("সেবি সার্কুলার") [illegible] ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা তাদের লগইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে www.evoting.nsdl.com-এর মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন।

২. পূর্বোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়াও, যে সমস্ত সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের [illegible] চিঠি পাঠানো হবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.indobellinsulations.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল")-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

৩. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যরা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টসের কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করতে।

৪. লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে কোম্পানি বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখকে রেকর্ড তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করেছে।

৫. ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

(ক) সদস্যরা বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেমে ("ই-ভোটিং")-এর মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

(খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য এবং যে সদস্যরা তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের দূরবর্তী ভোটদানের পদ্ধতি ("রিমোট ই-ভোটিং") এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হচ্ছে। এর বিশদ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.indobellinsulations.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

(গ) বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন।

(ঘ) ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। যে সমস্ত সদস্য তাদের ইমেইল পান না বা যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত নেই, তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির নোটে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন ক্রেডেনশিয়াল তৈরি করতে পারেন।

(ঙ) একই লগইন ক্রেডেনশিয়াল ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জয় আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস-১৫৭৮৫

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮ আগস্ট, ২০২৬

নেপালে নিখোঁজ চন্দননগরের শিক্ষিকা শিপ্রা রায় পাটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কোনও মতেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না বাড়ির লোকজন। এই নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবারে। তাঁরা চাইছেন, দ্রুত সুস্থ শরীরে বাড়িতে ফিরে আসুন শিপ্রা রায়। বেড়ানোর টানেই নেপাল বেড়াতে গিয়েছিলেন চন্দননগরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শিপ্রা রায় পাটারি। তবে হড়পা বানের পর থেকেই নিখোঁজ তিনি। হড়পা বান এবং ভুমিধসে বিপর্যস্ত নেপাল। এই বিপর্যয় নামার ঠিক আগেই কলকাতার একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে নেপাল গিয়েছিলেন সিঙ্গুর গোলাপ মোহিনী স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা শিপ্রা রায় পাটারি। ইতিহাস পড়াতেন। মাস কয়েক আগেই অবসর নেন তিনি। তাঁর স্বামী রবীন পাটারিও একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এক সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল চন্দননগর পুরসভার তিন নম্বর হরিদ্রাডাঙ্গা পূর্বপাড়া বাসিন্দা এই দম্পতির। তবে

বয়সজনিত কারণে যেতে পারেননি রবীন পাটারি। ওই ভ্রমণ সংস্থার মাধ্যমে, অন্য আরও কয়েকজনের সঙ্গে, গত ২১ অগস্ট নেপাল গিয়েছেন শিপ্রা। তাঁদের ফেরার কথা আগামী ৬ সেপ্টেম্বর। শিপ্রা রায়ের ভাই অখিল রায় জানান, বুধবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা হয় তাঁর দিদির। তাঁদের অনুমান, অনুমতির জন্য চিনা বর্ডারে গিয়েছিলেন শিপ্রা এবং অন্যরা। হড়পা বান নেমে আসার সময়ে বাসে করে ওই এলাকায় গিয়েছিলেন তাঁরা। অখিল রায় বলেন, ‘এরপর থেকেই আমরা আর কোনও খবর পাচ্ছি না। ওই ভ্রমণ সংস্থাও চেষ্টা করছে, খোঁজ নিচ্ছে। আমরা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি।’ অখিল জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারই ওই ভ্রমণ সংস্থার তরফে তাঁদের জানানো হয়েছে, ৩২ জনের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে তাঁর অবস্থা কেমন তা জানা নেই। অন্যদেরও কোনও খবর নেই। এর পর থেকেই দুঃশ্চিন্তা আরও বেড়েছে পরিবারের। নেপালে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া রাজ্যের বাসিন্দাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য সব রকমের চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার বলে জানিয়েছেন চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ।

নেপাল বিপর্যয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ভদ্রকালীর বিশ্বাস দম্পতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী এলাকার পানপাড়া বাইলেনের বাসিন্দা ক্ষিতীশ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী মমতা বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগে পরিবার, প্রতিবেশী ও পরিচিতরা। কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় নেপালে গিয়ে নিখোঁজ উত্তরপাড়ার এক দম্পতি। বর্তমানে তাঁদের বাড়িতে তালা ঝুলছে। বুধবার তাঁদের খোঁজে পুলিশ বাড়িতে এসেছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, গত ২১ আগস্ট কলকাতার একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রায় নেপালের উদ্দেশে রওনা হন ক্ষিতীশ ও মমতা। এরপর নেপালে ভয়াবহ বৃষ্টিপাত, হড়পা বান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতির মধ্যে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর থেকেই তাঁদের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয়দের দাবি, কয়েক বছর আগে মাত্র ১৮ বছর বয়সে পথ দুর্ঘটনায় তাঁদের একমাত্র মেয়ের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন এই দম্পতি। ক্ষিতীশবাবু রেলে কর্মরত ছিলেন। চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তিনি স্বেচ্ছাবসর নেন। এরপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতেন। বেশিরভাগ সময় পূজার্চনা ও ধর্মীয় কাজে কাটাতেন তাঁরা। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, নেপালে এখনও বহু ভারতীয় নিখোঁজ বা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গেরও বেশ কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেপালে যাওয়া ৩২ জনের সঙ্গে এখ নও যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাঁদের নাম ও ঠিকানার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরপাড়ার ক্ষিতীশ বিশ্বাস ও মমতা বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় তাঁদের প্রতিবেশীরা। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে নিখোঁজ এই দম্পতি কোথায় রয়েছেন, তাঁরা নিরাপদে আছেন কি না সেই খবরের অপেক্ষাতেই রয়েছেন তাঁদের প্রতিবেশীরা।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
নবীন অয়েল ক্যারিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (U60200WB2009PTC131747) যার নিবন্ধিত কার্যালয় আয়ুষ নিকেতন, ২৫, ব্ল্যাক বার্ন লেন, ২য় ফ্লোর রুম ২০৭, ২০৮, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২ সম্পর্কিত
... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি গত ২৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের "**কলকাতা**" থেকে "**উত্তর ২৪ পরগণা**"-তে স্থানান্তর করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পূরণের মাধ্যমে** জমা দিতে পারেন অথবা তাঁর আপত্তি হলফনামা সহ যাতে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ থাকে, তা রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন)-এর ঠিকানায় রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০-এ নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় অর্থাৎ নিচে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
আয়ুষ নিকেতন, ২৫, ব্ল্যাক বার্ন লেন, ২য় ফ্লোর রুম ২০৭, ২০৮, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২

আবেদনকারীর পক্ষে
নবীন অয়েল ক্যারিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
নবীন কুমার আগরওয়াল
তারিখ : ২৭.০৬.২০২৬ (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিআইএন - ০০৫৩০৯৮২

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুসারে]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (এ)-এর বিষয়ে
এবং
নেহা রোডলাইন্স প্রাইভেট লিমিটেড (U60230WB2009PTC134017) যার নিবন্ধিত কার্যালয় আয়ুষ নিকেতন, ২৫, ব্ল্যাক বার্ন লেন, ২য় ফ্লোর রুম ২০৭, ২০৮, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২ বিষয় সম্পর্কিত
... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি গত ২৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের "**কলকাতা**" থেকে "**উত্তর ২৪ পরগণা**"-তে স্থানান্তর করতে পারে।

কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পূরণের মাধ্যমে** জমা দিতে পারেন অথবা তাঁর আপত্তি হলফনামা সহ যাতে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ থাকে, তা রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন)-এর ঠিকানায় রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০-এ নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় অর্থাৎ নিচে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে : আয়ুষ নিকেতন, ২৫, ব্ল্যাক বার্ন লেন, ২য় ফ্লোর রুম ২০৭, ২০৮, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২

আবেদনকারীর পক্ষে
নেহা রোডলাইন্স প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
নবীন কুমার আগরওয়াল
তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬ (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
স্থান : কলকাতা ডিআইএন - ০০৫৩০৯৮২

ব্যবসায়ীর গলাকাটা দেহ উদ্ধার মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শোবার ঘর থেকে গলাকাটা ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। শুক্রবার সকাল ৯ টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আভিজাতও এলাকা হিসেবে পরিচিত ২ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে। কলকাতার যাদবপুরেই হলুদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মৃত ওই ব্যক্তি বৃহস্পতিবার রাতেই তিনি মালদায় নিজের বাড়িতে এসেছিলেন। এমনকি রাতে ওই ব্যবসায়ী তার ভাইদের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। এরপরই এদিন একতলায় শোবার ঘরেই ওই ব্যবসায়ীর গলার শ্বাসনালী কাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পর ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী তদন্তে এসে পৌঁছায়। কিন্তু প্রতিবেশীর একটি বাড়িতে সিসি ক্যামেরা বিকল থাকায় দুষ্কৃতীদের সনাক্ত করতে পারে নি তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। তবে মৃতদেহের পাশের টেবিল থেকে দুটি চায়ের কাপ উদ্ধার হয়েছে। এমনকি রান্নাঘরে ইন্ডাকশন কুকার অন অবস্থায় ছিল। সেই রান্নাঘরের বেসিনেও রক্তমাখা ছিল। তাতেই পুলিশের অনুমান খুনের পর দুষ্কৃতীরা রক্তমাখা হাত ধুয়েছে। মৃত ব্যবসায়ীর ডান হাতে টাটকা ফুলের রাখিপড়ানো অবস্থায় ছিল। এই দুই নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকাটি সব সময় জাঁকজমক থাকে। কিন্তু দোতলা এবং তিনতলায় থাকা মৃত ব্যবসায়ীর দুই ভাই ও তার পরিবার নিচতলায় খুনের বিষয়ে কোনো চিৎকার চেঁচামেচি আওয়াজ কিছুই জানতে পারলো না। সেটাই তদন্তকারী পুলিশকর্তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। যদিও এই খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার করতে পারে নি তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অর্ণব সেন ওরফে পল্টু (৫৮)। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং কলকাতায় তার কাঁচা হলুদের ব্যবসা রয়েছে। ব্যবসায়িক কারণে মূলত কলকাতা যাদবপুরে নিজের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন অর্ণব। পাশাপাশি ২ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে তার পৈত্রিক ভিটে রয়েছে। মৃত ওই ব্যবসায়ীরা তিন ভাই। দুই ভাই দোতলা এবং তিনতলায় থাকে। মেজো ভাই অর্ণব বাড়ির এক পাশের একতলায় মাঝেমধ্যেই কলকাতা থেকে এসে থাকতেন। বৃহস্পতিবার ওই ব্যবসায়ী কলকাতা থেকে মালদার বাড়িতে এসেছিলেন। এরপর এদিন সকাল নয়টা নাগাদ দাদাকে ডাকতে গিয়েই ছোট ভাই সুকৃতি সেন দেখেন শোবার ঘরের দরজা খোলা। ঘরের আলমারি ভাঙা এবং জিনিসপত্র সমস্ত কিছু ওলোট-পালোট হয়ে রয়েছে। সোফাতে অর্ণবের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। এমনকি বালিশেও রক্তমাখা ছিল। এরপরই গোটা এলাকা জুড়ে হইচই পড়ে যায়। খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী তদন্তে আসে।

বিভিন্নভাবে তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত ব্যবসায়ী অর্ণবের এক সম্পর্কিত দিদি ইংরেজবাজার থানার মহদীপুর এলাকায় থাকে। তার দেখভালের দায়িত্ব ছিল ওই ব্যবসায়ীর ওপর। এছাড়াও কলকাতার এক ডান্স বারের নর্তকীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল অর্ণবের। সংশ্লিষ্ট এলাকার কেউ কেউ ওই নর্তকীকে মালদার বাড়িতে অর্ণবকে আনতেও দেখেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই খুনের ঘটনার পিছনে অবশ্যই মহিলা জনিত এবং সম্পত্তি , টাকা-পয়সার বিষয় যুক্ত রয়েছে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশোক সাহা জানিয়েছেন, ‘মৃতের এক ভাই এদিন সকালে আমাকে ফোন করে ঘটনার কথা বলে। ওর তো কোনও শত্রু ছিল না। কিন্তু এত বড় ঘটনা কোনও সাড়া শব্দই বাড়ির বাইরে কেউ পেল না সেটাই সকলকে অবাক করে দিয়েছে।’

মালদার ডিএসপি (আইন-শৃঙ্খলা) লিওন তামাং জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সকালেই খুনের ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। এই ঘটনায় পরিচিত কেউ জড়িত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

এসবিআই বাঘাযতীন বাজার গাঙ্গুলী বাগান শাখা (০৬৭৮৯)
১১ নং, দাউবার পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৮৪
ই-মেইল আইডি : sbi.06789@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে **এসবিআই বাঘাযতীন বাজার গাঙ্গুলী বাগান শাখা (কোড ০৬৭৮৯)** একটি আরও সুবিধাজনক এবং প্রশস্ত স্থানে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এটি **০১.১০.২০২৬ তারিখ** থেকে কার্যকর হবে।
নতুন ঠিকানা হলো প্রেমিসেস নং **৪১, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, ২য় তল, থানা- পাটুলি, কলকাতা-৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ**। আমাদের টেলিফোন নম্বর হলো **৯৬৭৪৭১৩১৫৬ / ৯৬৭৪৭০২০২১।**

তারিখ : ২৯.০৮.২০২৬
শাখা ব্যবস্থাপক
এসবিআই বিবিজিবি

সমিতির নামঃ পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশান নম্বর ৪৮০ তারিখ- ০৮ -০৭-১৯৬৬
ঠিকানাঃ গ্রাম ও পোস্ট পাটিকাবাড়ি, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা: নদিয়া।
স্মারক সংখ্যা ০১/ ইলেক/পার্ট-২০২৬-২৭ **তাং- ২৬-০৮-২০২৬**

নোটিশ

এতদ্বারা নদিয়া জেলার নাকাশিপাড়া ব্লকের অন্তর্গত পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০.০৯.২০২৬ তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকায় পাটিকাবাড়ি গার্লস হাই স্কুলে অত্র সমবায় সমিতির বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচিত হবে।

আহ্বায়ক,
নির্মল কুমার সরকার, সমবায় পরিদর্শক, নাকাশিপাড়া ব্লক

এতদ্বারা নদিয়া জেলার নাকাশিপাড়া ব্লকের অন্তর্গত পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০.০৯.২০২৬ তারিখ (রবিবার) নিম্নলিখিত কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে মোট ৯ জন পরিচালক নির্বাচিত হবে (৯ জনের মধ্যে ২ জন মহিলা ও একজন তপশিলি জাতি/উপজাতি শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ও বাকি ৬ জন সাধারন) উক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের (চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা) অংশ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের নির্ঘণ্টঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	মনোনয়নপত্র বিতরন এবং গ্রহন	০১.০৯ ২০২৬ থেকে ০৫-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস (ম্যানেজার বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এর নিকট)	বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৭-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস.	বেলা ১২ টা থেকে
৩.	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	০৭-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস	পরীক্ষার পর
৪.	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	০৮-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস	বেলা ৩ টা পর্যন্ত
৫.	চুরান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৮-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস	বেলা ৩টার পর
৬.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতিক বণ্টন	০৯-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস	বেলা ৩টা
৭.	প্রয়োজন অনুসারে ভোট গ্রহন	২০-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস	বেলা ১১ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত
৮.	ভোট গণনা	২০-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস	ভোটা শেষ হবার পর
৯.	ফল ঘোষণা	২০-০৯-২০২৬	সমিতির অফিস	গণনার পর

বিঃদ্র- মনোনয়নপত্র সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ (ধারা ৩২) ও নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হবে। ভোট প্রদানের সময় সকল ভোটারদের ভারতীয় নির্বাচন স্বীকৃত যে কোন স্বচিত্র পরিচয় পত্র সঙ্গে আনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময় প্রার্থীকে উপস্থিত থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে এবং তপশিলি জাতি উপজাতি শ্রেণীর সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীকে অবশ্যই মহকুমা শাসক এর প্রদত্ত শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। নির্বাচন সক্রান্ত যে কোন তথ্য জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১ টা থেকে ২ টোর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।

স্মারক সংখ্যা ০১/ইলেক(৩)/১ পাট-২০২৬-২৭ **তাং- ২৬.০৮.২০২৬**
বিজ্ঞপ্তির কপি নিম্নলিখিত অফিস গুলিতে প্রজ্ঞাপিত করার অনুরোধ জানিয়ে প্রেরন করা হলঃ
১) অফিস অফ দি এ আর সি এস নদীয়া রেঞ্জ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
২) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করন, নাকাশিপাড়া ব্লক।
৩) সমবায় পরিদর্শক, নাকাশিপাড়া ব্লক
৪) পাটিকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, পাটিকাবাড়ি নদিয়া।
৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নাকাশিপারা থানা।
৬) সমিতির কারজালয়।

সমিতির ম্যানেজার বাবু কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে এই বিজ্ঞপ্তির কপি উপরোক্ত অফিস গুলোতে ২৭.৮.২০২৬ এর মধ্যে পৌঁছে দিতে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
পাটিকাবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড।

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ইমেইল : cs@burnpurcement.com
CIN : L27104WB1986PLC040831

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি - ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, **বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড** (‘কোম্পানি’)-এর সদস্যদের **৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (‘এজিএম’) কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘আইন’), এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ, এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (‘এমসিএ’) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘সার্কুলারসমূহ’) কর্তৃক এই বিষয়ে সময়ে সময়ে জারি করা সার্কুলারগুলি মেনে আগামী **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টায়** (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম **(‘ভিসি/ওএভিএম’)** সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যরা তাদের লগইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে **www.evoting.nsdl.com**-এ এনএসডিএল ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ৪০তম এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানির ৪০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। আরও, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত সদস্য তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.burnpurcement.com**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর **www.nseindia.com**-এ এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে।

সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ সম্পাদিত হতে চলা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এজিএম-এর আগে/চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে এবং এর জন্য কোম্পানি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে।

কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে যে ব্যক্তির নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ উপস্থিত থাকবে তিনি রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন। আরও, যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি **evoting@nsdl.com** বা **cs@burnpurcement.com**-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, আপনি যদি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে আপনি ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে**। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টারগুলি বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এজিএম-এর আগে এবং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির নোটে প্রদান করা হয়েছে।

সিএস নুপুর মিমানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিওপি : ১৬৮০৫)-কে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এজিএম-এর আগে/চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কে আপনার কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, আপনি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-এর কাছে **evoting@nsdl.com**-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বোর্ড-এর আদেশে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পুনম কুমারী শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.০৮.২০২৬

পরীক্ষার চাপের জের?

ডাক্তারি পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পরীক্ষার মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে চরম পথ বেছে নিলেন এক প্রথম বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া। রাজবাঁধের এক বেসরকারি হাসপাতালের হোস্টেল ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হলো ২১ বছর বয়সী ছাত্র অভিষেক কুমারের দেহ। বাড়ি বিহারের সিতামারীতে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত অভিষেক ওই বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এদিন দুপুরে তাঁর এক

সহপাঠী ঘরের বাইরে যান। কিছু সময় পর ফিরে এসে তিনি দেখতে পান ভেতর থেকে ঘর বন্ধ রয়েছে। বারবার ডাকাডাকি করলেও অভিষেকের কোনও সাড়া না মেলায় সন্দেহ হয় সহপাঠীর। তৎক্ষণাৎ তিনি বিষয়টি হোস্টেল কর্তৃপক্ষ ও অন্য সহপাঠীদের জানান। সকলে মিলে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে দরজার লক ভেঙে ভেতরে ঢোকেন এবং অভিষেককে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। ঘটনার পরই তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে কর্মরত চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খ বর পাওয়া মাত্রই দ্রুত উদ্ধারকাজ চালিয়ে তাঁকে জরুরী বিভাগে নিয়ে আসা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক অনুমান, সামনেই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ছিল অভিষেকের। সম্ভবত পরীক্ষার অতিরিক্ত মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি, যা তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

মান্দারণ পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন বিজেপির সাথী সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন। এই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা একটি পঞ্চায়েতের বোর্ড বিজেপির হাতে চলে গেল। গোঘাটের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটাভুটির মাধ্যমে বোর্ড দখল করেছে বিজেপি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই গোঘাটের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ২১ জন সদস্য রয়েছেন। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতে ১৭ জন তৃণমূল কংগ্রেসের এবং ৪ জন বিজেপি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে পরিস্থিতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতের কাজে নিয়মিত উপস্থিত না থাকার অভিযোগ উঠতে শুরু করে। প্রধান ও উপপ্রধান পঞ্চায়েতে না আসায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছিল বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের। পানীয় জল, রাস্তা, নিকাশি সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল। পরিস্থিতির জেরে শেষ পর্যন্ত তৎকালীন প্রধান ও উপপ্রধান পদত্যাগ করেন। এরপরই নতুন প্রধান নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটির প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই ভোটাভুটিতেই রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায় এবং বিজেপি প্রার্থী সাথী সিং নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। একসময় বিরোধী শিবিরে থাকা বিজেপির একজন সদস্যের সরাসরি প্রধানের আসনে বসাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক ইতিহাসেও এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। নবনির্বাচিত প্রধান সাথী সিং বলেন, 'প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ভালো লাগছে। আসলে বিজেপি উন্নয়ন চায়। এতদিন তৃণমূলের পরিচালনায় এলাকার উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়েছিল। আমরা আর সেই পরিস্থিতি চাই না। আমি একা কেউ নই, আমরা সবাই মিলে কাজ করব। এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের চাওয়া-পাওয়ার দিকটা অবশ্যই দেখতে হবে। পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হবে। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' এই রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিজেপি নেত্রী দোলন দাস বলেন, মান্দারণ পঞ্চায়েতের এই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের পরিবর্তনের ইচ্ছারই প্রতিফলন। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি এবং উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমেছিল। সেই কারণেই আজ রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে বিজেপির উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন পঞ্চায়েতের সদস্যরা।

২ সেপ্টেম্বর দঃ দিনাজপুর সফরে আসার সম্ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর: সুকান্ত

মেডিক্যাল কলেজ ও বিমানবন্দর পরিদর্শনের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাখি বন্ধন উৎসবের আবহেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজনীতি ও আঞ্চলিক উন্নয়নে বড় খবর শোনালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার। আগামী ২ সেপ্টেম্বর জেলা সফরে আসতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বালুরঘাটে একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই তাৎপর্যপূর্ণ সফরের সম্ভাবনার কথা জানান তিনি।

সুকান্ত মজুমদার জানান, ২ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা নাগাদ হেলিকপ্টারে সরাসরি বালুরঘাট বিমানবন্দরে অবতরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। বহু প্রতীক্ষিত বালুরঘাট বিমানবন্দর থেকে দ্রুত বিমান পরিষেবা চালু করার লক্ষ্যে তিনি পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে পারেন। বিমান চলাচলের সুবিধার্থে বিমানবন্দরের রানওয়ে আরও ৯০ মিটার সম্প্রসারণের একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে আলোচনা হতে পারে।

বিমানবন্দর পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে যেতে পারেন। সেখানে প্রস্তাবিত 'দক্ষিণ দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ'-এর ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ করার কথা রয়েছে তাঁর। এরপর জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠকেও অংশ নিতে পারেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের কথা জানানোর পাশাপাশি আসন্ন কলকাতা পুরসভা নির্বাচন নিয়ে দলের কৌশল স্পষ্ট করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, কলকাতা পুরভোটে প্রচারের বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে বুথ স্তরে বৈঠক করে সংগঠন শক্তিশালী করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে লড়াই করে বিজেপি কলকাতা পুরসভা দখল করবে এবং দল ১৫০টিরও বেশি আসনে জয়লাভ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এনসিপিআই-এর সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি জানান, দলের কাছে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও প্রস্তাব আসেনি। অন্যদিকে, এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনেও জেলাশাসক বালা সুব্রামনিয়ান টি-এর উপস্থিতিতে রাখি বন্ধন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাখি উৎসবের আয়োজন করা হয়।

দুর্গাপুর জোনাল অফিস

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আসানসোল ব্রাঞ্চ-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৭.০৫.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী রীতা মুখার্জী**-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৬২৬৮৫৫.৮৪ টাকা (ছয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন টাকা এবং চুরাশি পয়সা) + ২৭.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে** সুদ ও চার্জ এবং তার উপর সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ২৭ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আসানসোল ব্রাঞ্চ-এর **৬২৬৮৫৫.৮৪ টাকা (ছয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন টাকা এবং চুরাশি পয়সা)** এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

২৮.০১.২০১৩ তারিখের টাইটেল ডিড নং I-৬৬২ অফ ২০১৩ অনুসারে শ্রী তরুন কুমার মুখার্জীর স্ত্রী শ্রীমতী রীতা মুখার্জীর নামে থাকা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে হোল্ডিং নং- ১১২৩, আর এন রোড, আসানসোল-এ অবস্থিত পিজো অ্যাপার্টমেন্টের ৩য় ফ্লোরে (উত্তর পূর্ব অংশ) ৬৮৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাট নং- ১০-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৫ বর্গফুট পরিমাপের একটি দু-চাকার গাড়ির পার্কিং স্পেস, যা মৌজা সান্তা, জে.এল.- ২০, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯৭৫, প্লট নং- ২০৫৭-এ অবস্থিত।
সীমানা উত্তরে- শ্রীমতী ব্যানার্জীর বাড়ি; দক্ষিণে- শ্রীমতী কল্যাণী দাসের বাড়ি; পূর্বে- শ্রী গণেশের বাড়ি; পশ্চিমে- ১৬ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা।

তারিখ : ২৭.০৮.২০২৬, স্থান : আসানসোল **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বউদির সঙ্গে স্বামীর পরকীয়া সম্পর্ক জেনে ফেলায় 'খুন' স্ত্রী

মালদায় গ্রেপ্তার স্বামী ও বউদি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বউদি সঙ্গে স্বামীর পরকীয়া সম্পর্ক দেখে ফেলেছিল স্ত্রী। এনিয়ে সংসারে চলছিল গোলমাল। অবশেষে পরিকল্পনা করে স্ত্রী-র শাসনালী কেটে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বৌদিও মদত জুগিয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। বিষয়টি জানাজানি হতেই পালাবার পরিকল্পনায় নেয় অভিযুক্ত স্বামী ও তার বড় বৌদি। কিন্তু গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় অভিযুক্তেরা। এরপর পুলিশ দুজনকেই গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার সাটটারি এলাকায়। রাতেই মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় নিজের স্ত্রীর শ্বাসনালী কেটে খুন করার কথাও স্বীকার করেছে অভিযুক্ত স্বামী বলে জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। শুক্রবার সকালে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে একদল গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অভিযুক্ত দু'জনই মাদকের নেশা ও কারবারে যুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শিলা খাতুন (২৫)। তার স্বামীর নাম মহম্মদ মোজাম্মিল (৩২)। তাদের ৬ এবং ৩ বছরের দুটো নাবালক পুত্র সন্তান রয়েছে। পেশায় দিনমজুর মোজাম্মিলের সঙ্গে প্রায় নয় বছর আগেই মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর এলাকার বাসিন্দা শিলার সম্পর্ক করেই বিয়ে হয়। ওদের পাশের বাড়িতেই থাকতো তার বড় বৌদি রুকসানা বিবি। তার স্বামী দীর্ঘদিন ধরেই দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে কর্মরত রয়েছে। রুকসানারও দুই নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে দেওর মুজাম্মিলকে নিজের কব্জায় করে নিয়েছিল অভিযুক্ত বৌদি বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন তাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চলেছিল। আর এটা জানতে পেরেই প্রতিবাদে সোচ্চার হন শিলা। তখনই তাঁকে খুনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রাত সাড়ে নটা নাগাদ ওই গৃহবধূকে তার স্বামী ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলার শ্বাসনালী কেটে খুন করে মাদুরে দেহ পেঁচিয়ে খাটে তলায় ঢুকিয়ে দেয়। রাতেই নাবালক সন্তানদের ফেলেই বৌদির সাথেই ভিন রাজ্যে পালানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল অভিযুক্ত মোজাম্মিল। এমনকি মালদা টাউন স্টেশন থেকে তাদের দিল্লি যাওয়ার ট্রেন ধরার পরিকল্পনা ছিল। ঘটনাচক্রে এদিন রাতে মোজাম্মিলের এক ভাগ্নে জব্বার শেখ মামার বাড়িতে মোটর বাইক নিয়ে ঘুরতে আসে। মোটর বাইকটি খারাপ হয়ে গেলে ছোট মামা মোজাম্মিলকে বাড়ির সামনে দেখতে পেয়ে কথাবার্তা শুরু করে দেয়। কিন্তু ছোট মামা এবং বড় মামির কথাবার্তা অসংলগ্ন সন্দেহ হয়। এরপর ভাগ্নে জব্বার মোজাম্মিলের বাড়ির ভিতরে যেতে চায়। ঘরের তালা না খোলায় জানালা দিয়ে মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে উঁকি মারতে দেখে মেঝেতে রক্ত পড়ে রয়েছে। এরপরই জব্বার বাড়ির সামনেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। আশেপাশের লোকজন বেরিয়ে আসতেই দুজনকে ধরে ফেলে গ্রামবাসীরা। এরপর ওরা শিলাকে শ্বাসনালী কেটে খুনের কথা স্বীকার করে। তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, খুনে ব্যবহৃত ধারালো একটি হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তরপাড়ায় আড়াই কোটি টাকার সোনা ও লক্ষাধিক নগদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফের চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাফল্য, বুধবার রাতে উত্তরপাড়ায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া থানা এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সঞ্জয় মজুমদারের বাড়িতে পুলিশি হানা, উদ্ধার প্রায় সাড়ে নগদ ১২ লক্ষ টাকা ও ১ কেজি ৫৩১ গ্রাম সোনা টাকা, গ্রেপ্তার ২। রাতে আচমকাই বাড়িতে 'রেড' করেছিল পুলিশ। কয়েক মিনিট আগেও সেই তল্লাশি অভিযানের আভাস পেলে হয়তো টাকা পয়সা লুকোনোর চেষ্টা করা যেত। কিন্তু সেই সময়টুকুও মেলেনি। তার আগেই দরজা কড়া নাড়ে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে বাড়ির পোষ্য ডোবারম্যানকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশ কর্মীদের। কিন্তু তার পরেও টাকা লুকোনোর জায়গা ও সময় মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই বাড়ির ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলা হয় লক্ষ লক্ষ টাকা আর সোনাগয়না। হুগলি উত্তরপাড়ার তিন নম্বর কাঁসারিপুকুর রোডের বাসিন্দা সঞ্জয় মজুমদার সাট্টা বুকি সঞ্জয় মজুমদার ওরফে বাপির বাড়িতে পুলিশের হানা। এলাকায় প্যাড বাপি নামে পরিচিত সে। বাজি ধরা ও জুয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনায়, ডিসিপি (ডিডি) রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান, ডিডি চন্দননগর এর উদ্যোগে উত্তরপাড়া পুলিশের সহায়তায় চন্দননগর পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ তাদের কাছ থেকে নগদ প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা, এক কেজি ৫৩১ গ্রামের সোনা, (বাজার মূল্য প্রায় আড়াই কোটি) প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আরও ১৮ জন সন্দেহভাজনের জড়িত থাকার বিষয়টি জানা গেছে এবং তাদেরও শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৫, বিটিএম সরণি, ৪র্থ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন- ০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

পরিশিষ্ট ৪, রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতাকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে উল্লেখিত দিনে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন নীচে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি, ঋণগ্রহীতা, বিজ্ঞপ্তি এবং বকেয়া ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

শাখা/ অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়া পরিমাণ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং প্রতীকী দখলের তারিখ
শাখা - মেদিনীপুর **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী দিবেন্দু দাস,** পিতা- ভোলানাথ দাস **ঠিকানা -** ছোট বাজার, পঞ্চমুখী কালী মন্দির, থানা - কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০১। **জামিনদাতার নাম শ্রীমতী ভবানী দাস,** স্বামী- শ্রী দিব্যেন্দু দাস **ঠিকানা** : ছোট বাজার, থানা- কোতোয়ালি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০১ **হোম লোন এ/সি নং- ৪৩১০৭৫১১০০০০১৬৭**	০.১৫২০ একর পরিমাপের জমি এবং ডুপ্লেক্স ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা গণপতি প্লাজার ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং- ০১-এ অবস্থিত, হোল্ডিং নং- ১৯১/১৩১, ১৯৩/৩২৪, ওয়ার্ড নং- ৮ (পুরানো), ১১ (নতুন), মৌজা- বিবিগঞ্জ, জে.এল. নং- ১৮০, আর.এস. প্লট নং- ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫ এবং ৯৩৮, এল.আর. প্লট নং- ১৩১১, ১৩১৯, ১৩২০, ১৩১৩, খতিয়ান নং- ৩৩৫ এবং ৭০৬-এর অধীনে, মেদিনীপুর পৌরসভার সীমানার মধ্যে, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-এ অবস্থিত, যা ০৬.০৫.২০১৯ তারিখের দলিল নং- I-১৭৮৮/২০১৯ দ্বারা প্রাপ্ত। **সীমানা; উত্তরে** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে** করিডোর এবং সিঁড়ি; **পূর্বে** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে** ফ্ল্যাট নং- ২।	৯,১২,৩৬৪.২৩/- টাকা এবং তার উপর সুদ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ০৬.০৬.২০২৬ প্রতীকী দখলের তারিখ ২৭.০৮.২০২৬

স্থান : মেদিনীপুর
তারিখ : ২৭-০৮-২০২৬
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

কিন্নর সমাজের নিরাপত্তার আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবে কিন্নর সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। তারা এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের জেলাশাসক পোন্নবলাম এস, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়-সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের রাখি বন্ধন করেন। কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কিন্নর সমাজের প্রতিনিধিরা সমাজের অঙ্গ। শহরের বুকে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া তার কর্তব্য। এবং তিনি তাদের কথা দিয়েছেন, সমস্ত রকম সুবিধা অসুবিধায় তিনি পাশে থাকবেন। অপরদিকে বিধায়কের মুখে নিরাপত্তার আশ্বাসের কথা শুনে কিন্নর সমাজ অভিভূত।

ভ্রাতৃত্বের অনন্য নজির চন্দ্রকোনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: রাখি পূর্ণিমার পবিত্র দিনে কর্মব্যস্ততার মাঝেও ভাই-বোনের ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এক অনন্য নজির দেখা গেল চন্দ্রকোনায়। সদ্য চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া সুকান্ত দোলুইকে রাখি পরিয়ে দিলেন তাঁর বোন। প্রতিবছর রাখি পূর্ণিমার দিনে দাদাকে রাখি পরানোর রীতি রয়েছে বোনের। কখনও দাদার বাড়িতে গিয়ে, আবার কখনও দাদা বোনের বাড়িতে গিয়ে রাখি পরতেন। কিন্তু এবছর পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক কর্মসূচিতে ব্যস্ত সুকান্ত দোলুই। ফলে রাখি পূর্ণিমার দিনেও ছিল তাঁর ঠাসা কর্মসূচি। অন্যদিকে, সকাল থেকেই উপবাসে ছিলেন বোন। দাদার হাতে রাখি পরানোর অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। অবশেষে কর্মসূচির ফাঁকেই মিলল সেই সুযোগ। ব্যস্ততার মাঝেই ভাইয়ের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন বোন। আর সেই মুহূর্তে ফুটে উঠল ভাই-বোনের ভালোবাসা, আবেগ ও পারস্পরিক বন্ধনের ছবি। রাখির বন্ধন যে শুধু একটি পারিবারিক রীতি নয়, বরং ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক কর্মব্যস্ততার মাঝেও সেই বার্তাই যেন উঠে এল চন্দ্রকোনার এই ঘটনায়। রাখি পূর্ণিমার দিনে ভাই-বোনের এই আন্তরিক মুহূর্ত ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে।

পানাগড়ে সম্প্রীতির রাখি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সম্প্রীতি, প্রেম ও একতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পানাগড় বাজারে মহাসমারোহে পালিত হলো শুভ রাখি বন্ধন উৎসব। এদিনের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত সহ কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্য এবং আধিকারিকবৃন্দ। অনুষ্ঠান মঞ্চে বিধায়ক রাজু পাত্রকে কাছে পেয়ে পঞ্চায়েতের সদস্যরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখি পরিয়ে দেন। এরপর পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পথচলতি সমস্ত মানুষকে রাখি পরিয়ে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে ভাই-বোনের এই পবিত্র উৎসবে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

Karur Vysya Bank KVB Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
গড়িয়া শাখা
১১১বি, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, ১ম তল, এস. বি. টাওয়ার, গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৭

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর [রুল ৮(১)]-এর অধীনে জারি করা হয়েছে

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮.১০.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **১). শ্রী স্বপন নস্কর (ঋণগ্রহীতা),** হোল্ডিং নং ২২৬, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, গোঠবেড়িয়া, দিঙ্গেলপোতা, সোনারপুর, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০১৫১ **২). শ্রীমতী পম্পা নস্কর** (শ্রী স্বপন নস্করের স্ত্রী) **(জামিনদাতা),** এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, গোঠবেড়িয়া, দিঙ্গেলপোতা, সোনারপুর, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০১৫১-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৮,২৬,২৫৭.৩৭ টাকা (আট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশো সাতান্ন টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতারা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের **৮,২৬,২৫৭.৩৭ টাকা (আট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশো সাতান্ন টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর সুদ, খরচ এবং ব্যয়ের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ কাঠা ৪ ছটাক ৩৭ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমির একটি প্লট এবং তার উপর অবস্থিত একটি দোতলা ভবন, যা মৌজা এলাচি, জে.এল নং ৭০, আর.এস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩/৬৪, আর.এস খতিয়ান নং ৩৫০, এল.আর খতিয়ান নং ৭৯৮, আর.এস দাগ নং ১৮৩১, এল.আর দাগ নং ১৮৬৫, হোল্ডিং নং ২২৬, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং শ্রী স্বপন নস্করের নামে রয়েছে এবং জমির সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে : ২২ ফুট মিউনিসিপ্যাল রোড পূর্বে : একই দাগের জমি
দক্ষিণে : আর.এস দাগ নং ১৮৩০ পশ্চিমে : আর.এস দাগ নং ১৮৩০
(উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি মেসার্স স্বপন ভেজিটেবল অ্যান্ড ফিশ শপ-কে মঞ্জুর করা এসওডি রিয়েল এস্টেট এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্ম লোন জিইসিএল-এমএসএমই -এর ঋণ সুবিধার জন্যও চার্জ করা হয়েছে এবং সারফেসি অ্যাক্ট -এর অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৮.২০২৬
অনুমোদিত অফিসার দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বাঁকুড়ার রাখিতে ফুটে উঠল জেলার ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'বাঁকুড়া মেতে অভিনব রাখিতে। খাতড়া ও বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে তালডাংরার পাঁচমুড়া গ্রামে এখন তৈরি হচ্ছে টেরাকোটার রাখি। পাঁচমুড়ার শিল্পীরা এবার রাখিতে তুলে ধরেছেন বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্য মুকুটমনিপুর এবং বিষ্ণুপুরের ছবি। রাখিতে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা ও পাঁচচুড়া মন্দির, দলমাদল কামান সহ মন্দিরনগরীর ঐতিহ্য, মুকুটমনিপুরের জলভ্রমণের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। জেলার পর্যটন ও টেরাকোটা শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ

নেওয়া হয়েছে বলে দাবি শিল্পীদের। মন্দির, জল, জঙ্গল পাহাড় আর প্রাচীন ঐতিহ্যের জেলা বাঁকুড়া। জেলার হস্তশিল্পের মধ্যে প্রাচীনতম হল টেরাকোটা। পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প জগত বিখ্যাত।এবার খাতড়া ও বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের তরফে বেশ কয়েক হাজার রাখি শিল্পীদের তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম বার টেরাকোটা শিল্পে তৈরি করা হল রাখী। এই রাখি শীঘ্রই বাজারে আসবে এবং ১৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হবে। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাঁকুড়ার লাল মাটির ঘ্রাণ ও শিল্পীদের সৃজনশীলতা তাকে সব সময় মুগ্ধ করে। তাদের তৈরি টেরাকোটার রাখি শুধুমাত্র উপহার নয়, ভালবাসা ও আর্শিবাদের প্রতীক। নিজে এক্স হ্যান্ডেলে বাঁকুড়ার রাখি নিয়ে এই আবেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহনকারী শিল্পীরা এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন। বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের শুশুনিয়া পাহাড় সংলগ্ন গ্রাম ভরতপুর গ্রামের পটুয়া শিল্পীরা এবার লোকসংহিতা ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় রাখিতে ফুটিয়ে তুলেছেন পটচিত্র। ভরতপুরের শিল্পীরা পটচিত্র অঙ্কনে তারা সিদ্ধ হস্ত। এবার রাখিতে তারা ফুটিয়ে তুলেছেন শিকারের গল্প, পৌরাণিক কাহিনী এবং আদিবাসী জীবনধারা শুশুনিয়ার পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পটুয়ারা বিভিন্ন রঙের পাথর কুড়িয়ে এনে এবং সেগুলিকে গুঁড়ো করে ও প্রাকৃতিক উপাদান বিভিন্ন রঙ তৈরি করেন। তাই এই পটুয়াদের আঁকা পটের রঙ বহুদিন অবিকৃত থাকে।

Karur Vysya Bank KVB Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
গড়িয়া শাখা
১১১বি, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, ১ম তল, এস. বি. টাওয়ার, গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৭

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর গুরুল ৮(১)গ্ন-এর অধীনে জারি করা হয়েছে

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর অ্যাক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮.১০.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **১) মেসার্স স্বপন ভেজিটেবল অ্যান্ড ফিশ শপ (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী : **শ্রী স্বপন নস্কর,** হোল্ডিং নং ২২৬, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, গোঠবেড়িয়া, দিঙ্গেলপোতা, সোনারপুর, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০১৫১ **২) শ্রীমতী পম্পা নস্কর** (শ্রী স্বপন নস্করের স্ত্রী) (জামিনদাতা), এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, গোঠবেড়িয়া, ডিঙ্গেলপোতা, সোনারপুর, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০১৫১-কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ **৩৪,৬১,৫৮৩.৩৫ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতারা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের **৩৪,৬১,৫৮৩.৩৫ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশো তিরাশি টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর সুদ, খরচ এবং ব্যয়ের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২ কাঠা ৪ ছটাক ৩৭ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমির একটি প্লট এবং তার উপর অবস্থিত একটি দোতলা ভবন, যা মৌজা এলাচি, জে.এল নং ৭০, আর.এস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩/৬৪, আর.এস খতিয়ান নং ৩৫০, এল.আর খতিয়ান নং ৭৯৮, আর.এস দাগ নং ১৮৩১, এল.আর দাগ নং ১৮৬৫, হোল্ডিং নং ২২৬, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ২৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং শ্রী স্বপন নস্করের নামে রয়েছে এবং জমির সীমানা নিম্নরূপ :
উত্তরে :২২ ফুট মিউনিসিপ্যাল রোড পূর্বে : একই দাগের জমি
দক্ষিণে :আর.এস দাগ নং ১৮৩০ পশ্চিমে : আর.এস দাগ নং ১৮৩০
(উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি স্বপন নস্করকে মঞ্জুর করা হাউজিং লোনের জন্যও চার্জ করা হয়েছে এবং সারফেসি অ্যাক্ট -এর অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৮.২০২৬
অনুমোদিত অফিসার দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমেরিকায় ভারতীয় তরুণীর রহস্য মৃত্যুতে আগ্রায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

হায়দরাবাদ, ২৮ অগাস্ট: আমেরিকায় ভারতীয় তরুণীর মৃত্যুর রহস্যোদ্ঘাটন হল আট মাস পর। উত্তরপ্রদেশের আগরা থেকে গ্রেপ্তার তরুণীর প্রাক্তন প্রেমিক। অভিযুক্তের নাম অর্জুন শর্মা। প্রেমিকা নিকিতা ঘোড়িসালাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে হায়দরাবাদ পুলিশ।

নিকিতা হায়দরাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। কর্মসূত্রে তিনি আমেরিকার এলিকট সিটিতে থাকতেন। গত ২ জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। তার পর মেরিল্যান্ডে তাঁর প্রেমিক অর্জুন শর্মার ঘর থেকে দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অর্জুনের হদিস পায়। কিন্তু তত দিনে আমেরিকা ছেড়ে ভারতে চলে এসেছিলেন তিনি।নিকিতার বাবা হায়দরাবাদে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে আগরা থেকে অর্জুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত চার বছর ধরে আমেরিকায় ডেটা অ্যানালিস্টের কাজ করতেন নিকিতা। তাঁর পরিবারের দাবি, ২০২৫ সালে অর্জুনের চাকরি চলে যায়। তার পর নিকিতার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, টাকা নিয়ে কোনও গণ্ডগোল হয়ে থাকতে পারে। অভিযুক্তকে জেরা করে সেই তথ্য জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। আমেরিকার পুলিশকেও অর্জুনের গ্রেপ্তারি সম্পর্কে জানানো হয়েছে হায়দরাবাদ পুলিশের তরফে। তাঁকে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

উত্তরপ্রদেশের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

প্রয়াগরাজ, ২৮ অগাস্ট: উত্তরপ্রদেশে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে। এর জেরে প্রয়াগরাজ-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার সকালে সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর।

লখনউয়ের ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের শুক্রবার সকালে প্রকাশিত জেলাভিত্তিক তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, কিছু এলাকায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে।আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মহোবা, বান্দা, হামিরপুর, ফতেহপুর, জালাউন, রায়বরেলি, কানপুর নগর, কানপুর দেহাত, উন্নাও, লখনউ, বদায়ুঁ, সম্ভল, আমরোহা, মোরাদাবাদ, বিজনৌর এবং সংলগ্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

অন্যদিকে সোনভদ্র, মির্জাপুর, প্রয়াগরাজ, চিত্রকূট, মহোবা, বান্দা, হামিরপুর, ফতেহপুর, জালাউন, রায়বরেলি, কানপুর নগর, কানপুর দেহাত, উন্নাও, ঔরাইয়া, বদায়ুঁ, বারাবাঁকি, কনৌজ, হরদই, সীতাপুর, লখিমপুর খেরি, বদায়ুঁ, সম্ভল, আমরোহা, মোরাদাবাদ, বিজনৌর এবং আশপাশের এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রয়াগরাজের ক্ষেত্রেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমার পাশাপাশি আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থেকে স্বস্তি মিলতে পারে। আবহাওয়া দপ্তরের প্রয়াগরাজের পূর্বাভাসে ২৮ অগাস্ট এক-দু'দফা বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।চন্দ্রশেখর আজাদ কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুরের আবহাওয়াবিদ ড. এসএন সুনীল পাণ্ডে জানান, মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা এবং বাতাসে আর্দ্রতার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে। ফলে আচমকা আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে এবং কোনও কোনও এলাকায় অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টিও হতে পারে।

তিনি জানান, প্রয়াগরাজ এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতেও মেঘের সক্রিয়তার কারণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অভূতপূর্ব প্রভাব জন ধন যোজনা প্রসঙ্গে মত মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট: বিগত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার অভূতপূর্ব বিস্তার এবং যুগান্তকারী ফলাফলের ওপর শুক্রবার আলোকপাত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স লিখেছেন, অভূতপূর্ব পরিধি এবং যুগান্তকারী ফলাফল!

Tender is invited by the undersigned for the work "Erection of temporary supply of AC Machines with allied EI works on the observance of Public Library Day at the Dr. Syama Prasad mookerjee State Central Library, Ultadanga Kolkata on 31st August, 2026. **Tender No: 46/R/T/KCED/II of 2026-27.** Bid Submission end date **Up to 12.00 PM on 29/08/2026.** Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website
Sd/- B. Mandal
Executive Engineer, PWD
Kolkata Central Electrical Division

শিক্ষার্থীরাই আগামীর গণতন্ত্রের মশালবাহী: জ্ঞানেশ কুমার

চেন্নাই, ২৭ অগস্ট: ভারতের নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার চেন্নাইতে নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাব এবং ইসিআইনেট বিষয়ক তৃতীয় আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। যার মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ নাগরিকদের মধ্যে নির্বাচনী সাক্ষরতা ও গণতান্ত্রিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই সম্মেলনে নিজের বক্তব্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন যে, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের গণতন্ত্রের মশালবাহী। তিনি আরও বলেন, সারা ভারতজুড়ে গড়ে ওঠা নির্বাচনী সাক্ষরতা ক্লাবগুলি বিশ্বের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।

সেনাবাহিনীর তৎপরতায় রাজৌরিতে পাক ড্রোনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ

রাজৌরি, ২৮ অগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি) বরাবর পাকিস্তানি ড্রোনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল ভারতীয় সেনা। সেনাবাহিনীর তৎপরতায় তিনটি ড্রোনকে সীমান্তের ওপারে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়।

শুক্রবার অধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাজৌরির নৌশেরা এলাকায় রুমলিধারার কাছে তিনটি ড্রোন ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করেছিল। সতর্ক জওয়ানরা ড্রোনগুলির গতিবিধি শনাক্ত করে দ্রুত পাল্টা-ড্রোন ব্যবস্থা সক্রিয় করেন। সেনাবাহিনীর এই তৎপরতায় তিনটি ড্রোনই সীমান্ত পেরিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।এদিকে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযানও শুরু করা হয়েছে।

পাকিস্তানের পেশোয়ারে নিহত ৪ জঙ্গি

ইসলামাবাদ, ২৮ অগস্ট: পাকিস্তানের পেশোয়ারে বৃহস্পতিবার কাউন্টার টেররিজম ডিপার্টমেন্টের একটি অভিযানে চার সন্দেহভাজন জঙ্গি নিহত হয়েছে। পেশোয়ার অঞ্চলের কাউন্টার টেরোরিজম ডিপার্টমেন্টের জওয়ানরা মিরাকচোরির মেহর গুল কালে কবরস্থানে গুলির লড়াইয়ে এই চারজনকে নিকেশ করে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ঘটনাস্থল থেকে তিনটি কালাশনিকভ, একটি পিস্তল, একটি হ্যান্ড গ্রেনেড, সাতটি ম্যাগাজিন এবং বিপুল পরিমাণ কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নিহত জঙ্গিদের মধ্যে একজন আফগানিস্তানের নানগারহারের সৈয়দ ওয়ালি। তার কাছ থেকে একটি আফগান শরণার্থী কার্ডও উদ্ধার করা হয়।

ময়দান

এশিয়ান গেমসে আদৌ দল পাঠাবে বিসিসিআই? অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী এশিয়ান গেমসে ভারতের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল অংশ নিলেও, দেশের সেরা ক্রিকেটারদের জাপানে পাঠানো হবে কি না, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। বিসিসিআইয়ের অন্দরমহলের খবর অনুযায়ী, আয়োজক দেশের ক্রিকেট-পরিকাঠামো নিয়ে গুরুতর অসন্তোষ রয়েছে ভারতীয় বোর্ডের। সেই কারণেই প্রথম সারির তারকাদের পরিবর্তে দ্বিতীয় সারির বা তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে দল পাঠানোর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে জাপানের আইচি প্রদেশের নাগোয়া শহরে। তবে এবারের গেমস আয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয় কমানোর নীতি নিয়েছে জাপান সরকার। ফলে প্রতিযোগিতার জন্য প্রচলিত ধাঁচের গেমস ভিলেজ তৈরি করা হয়নি। তার বদলে ছোট ছোট আবাসন এবং নাগোয়া বন্দরে নোঙর করা একটি বড় জাহাজে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করছে না অনেক দেশ। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় ক্রিকেটের অবকাঠামো। যে মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা হবে, সেখানে স্থায়ী ড্রেসিংরুম নেই। অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে খেলোয়াড়দের পোশাক বদলের ব্যবস্থা করা হবে। এমনকিশৌচালয়ও মাঠ থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের জন্য এই ধরনের পরিবেশকে মোটেই উপযুক্ত মনে করছে না বিসিসিআই। তাই দেশের শীর্ষ ক্রিকেটারদের সেখানে পাঠানোর বিষয়ে বোর্ডের অনীহা তৈরি হয়েছে। যদিও ভারত ইতিমধ্যেই শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে। পুরুষ দলের স্কোয়াডে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান, বৈভব সূর্যবংশীর মতো পরিচিত ক্রিকেটাররা।

ভারতীয় দলের সফরে আশাবাদী বাংলাদেশ! এবার নতুন প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের সঙ্গে সাদা বলের সিরিজ আয়োজনের চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সিরিজ আয়োজন নিয়ে আবারও জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে আতিথ্য দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আগ্রহী। তবে ভারতীয় দলের ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচি এবং দুই দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এই সিরিজ আয়োজন এখনও অনিশ্চিত। তবুও বিসিবি বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছর ভারতের বাংলাদেশ সফরের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেই সফর স্থগিত হয়ে যায়। নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ভারতীয় দল বাংলাদেশে যায়নি। ফলে তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়নি। বিসিবির লক্ষ্য এখন সেই সিরিজই নতুন করে আয়োজন করা।চলতি বছরের শুরুতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, অগস্ট মাসে ভারতের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ আয়োজন করা হতে পারে। কিন্তু ভারতের আন্তর্জাতিক সূচিতে একের পর এক সিরিজ থাকায় সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। শ্রীলঙ্কা সফর এবং নিউজিল্যান্ড সিরিজের মাঝখানে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ায় নতুন করে সময় বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

MATHPALSA GRAM PANCHAYAT
P.O.- Mathpalsa, Dist-Birbhum (W.B.)
SAINTHIA PANCHAYAT SAMITY
Memo No-191/MGP/26 Dt . 26.09.26
To whom it may concern
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে মাঠপলশা গ্রাম পঞ্চায়েতে 2026-27 অর্থ বর্ষে NIT-1, SL-1 ও NIT-2, SL-1 এর কাগজ প্রস্তুত করা হয়েছে। ইহা সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হল।
Sd/- Prodhan
Mathpalsa Gram Panchayet

NOTICE
Applications are invited for planning and construction of (G+IV) storied building at Premises no- 35-0949, Plot no. AA-IIIG/1969, action area IIIG for Four walls CHSL. Application to be submitted to AB-102, Salt lake City, Sector-I, Kol-64, within 7 days from the date of advertisement.
C/O-
Subhasis Ghosh
Mobile : 7980405980
E-mail:
ghose_associates1972@rediffmail.com

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF TAHERPUR NOTIFIED AREA AUTHORITY
Date Extenstion Notice
Ref: WBMAD/ULB/TNAA/NIT-01e/2026-27, (1st Call) and WBMAD/ULB/TNAA/NIT-02e/2026-27, (1st Call) and Tender ID No.: 2026_MAD_1035804_1 & Tender ID No.: 2026_MAD_1035801_1 & 2026_MAD_1035804_1
Last date for submission online bids of the above Tenders has been extended upto **03/09/2026 at 10:00 Hrs.** For detail information please go to e-tendering portal **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman,
Taherpur N. A. A.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৮_২০২৬-২৭, ২০৯_২০২৬-২৭ ও ২১০_২০২৬-২৭, তাং. ২৭.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৮_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র অধীনে এইএন/ডানুকনির অধিক্ষেত্রে ভট্টনগর, জনাই রোড এবং ডানকুনি (প্যাসেঞ্জার লাইনে) ফাউলিং মার্ক, কাদা অপসারণ, পাথওয়ে এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৬৪,৯৭,৬৫৬.২৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,৩০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৯_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র অধীনে এইএন/ডানুকনির অধিক্ষেত্রে ডানকুনিতে (নন-প্যাসেঞ্জার লাইনে) ফাউলিং মার্ক, কাদা অপসারণ, পাথওয়ে এবং পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়নের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯,৯৪,৭৭,৭৬৫.৪৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৯,৮৯,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ২১০_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রের অধীনে এইএন/ডানুকনির অধীনে যোগ্যতা এবং নির্ধারিত ব্যবহার যোগ্যতার শর্তানুসারে ২০টি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯১,৩৪,০২৩.০৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৮২,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৯.২০২৬** তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-310/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস) / উত্তর পূর্ব রেলওয়ে / লোকো শেড গোন্ডা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এবং বিবরণ
ক্রমিক নং-০১, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং LS-GD-2026-Hirect-2x130, কাজের বিবরণ : "৩ বছরের জন্য লোকো শেড গোন্ডা-ভিত্তিক ইলেকট্রিক লোকোমোটিভে লাগানো হাইরেক্ট মেক এসআইভি ইউনিট (২ X ১৩০ কেভিএ)-এর সিএএমসি।" আনুমানিক মূল্য (টাকায়) : ১১,১০,৫৭২.৮৭ টাকা, কাজ সমাপ্তির সময়কাল : ৩৬ মাস। আর্নেস্ট মানি (টাকায়) : ২২,২০০ টাকা, ক্রমিক নং-০২, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং LS-GD-2026-Medha-2x130, কাজের বিবরণ : "৩ বছরের জন্য লোকো শেড গোন্ডা-ভিত্তিক ইলেকট্রিক লোকোমোটিভগুলিতে লাগানো মেধা মেক এসআইভি ইউনিট (২ x ১৩০ কেভিএ)-এর কম্প্রিহেন্সিভ এএমসি।" আনুমানিক মূল্য (টাকায়) : ৩১,৮৬,০০৮.৫০ টাকা, কাজ সমাপ্তির সময়কাল : ৩৬ মাস। আর্নেস্ট মানি (টাকায়) : ৬৩,৭০০ টাকা,
◆ টেন্ডারদাতারা ১৬-০৯-২০২৬ তারিখ ১২টা পর্যন্ত অফার আপলোড করতে পারবেন। এই ই-টেন্ডার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড, নিয়ম ও শর্তাবলী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
◆ টেন্ডারদাতাদের তাদের অফার আপলোড করার আগে ওয়েবসাইটে এই ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত কোনো সংশোধন/সংশোধনী পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।
দ্রষ্টব্য : (১) এই টেন্ডারগুলির বিপরীতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত যেকোনো ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। **(২)** সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমা দেওয়ার জন্য, অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অর্থাৎ **http://www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডিইই/টিআরএস,লোকো শেড, গোন্ডা
CPRO/Vidyut-166
কখনো ছাদে এবং ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন **www.myhmc.in**
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর,ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ	টেন্ডার জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১.	২ টি হুক লোডার এবং ৬ টি পোর্টেবল স্টেশনারি কম্প্যাকটর মেরামতি।	৩৩/কনস/২৬-২৭, তারিখ ২৭.০৮.২০২৬	১৪.০৯.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।

অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**
৬৬(৩)/২৬-২৭
২৭.০৮.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ
পয়েন্ট নং ২০৮বি/২১৯এ (কিমি ০/১৯-০/২০-তে) রূপান্তরের জন্য, শিয়ালদহ স্টেশন লিমিটে ডাউন মেন লাইনে **২৯/৩০.০৮.২০২৬ তারিখের (শনিবার/রবিবার) মধ্যবর্তী রাত্রিতে ৭ ঘণ্টার (০০.০০ ঘ. থেকে ০৭.০০ ঘ. পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের** প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে :— • **ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল [৩০.০৮.২০২৬ তারিখ (রবিবার)]: শিয়ালদহ- হাবরা :** ৩৩৬৫১ আপ ও ৩৩৬৫৩ আপ/৩৩৬৫২ ডাউন ও ৩৩৬৫৪ ডাউন। **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত :** ৩১৩১৩ আপ/৩১৩১৬ ডাউন। **শিয়ালদহ-ডানকুনি:** ৩২২১৭ আপ/৩২২১৮ ডাউন। **শিয়ালদহ-রানাঘাট :** ৩১৬১৫ আপ/৩১৬২০ ডাউন। • **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ [৩০.০৮.২০২৬ তারিখ (রবিবার)] : ৫৩১৭২ ডাউন** লালগোলা-শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২০২৬) ট্রেনটি দমদম জংশন স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-N.I.T. 04 of 2026-2027 with Tender id: 2026_WBPWD_5020449_1-2 has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Habra Highway Sub-Division at Habra, North 24 Parganas, Pin-743263 from Bonafide agency. Last date & time of Bid submission is 08.09.2026 upto 11.00 Hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- S. Naskar, Assistant Engineer, Habra Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T16443(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID- 2026_WBPWD_5020122_1 NIeQ Ref. No. 31/A.E./J.S.D./P.W.D. of 2026-27
Sudakshina Police Housing Estate Withdrawing and installation of 7.5 H.P. pump motor set from bore hole near block 'K' under Jadavpur Sub Division. Last Date of Bid Submission 03.09.2026 up to 5.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division
ICA- T16442(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate, Inviting Sealed Tender for & on behalf of Governor of West Bengal, Ref: e_NIT-06 of 2026-27 of E.E.KS-II Div. Tender I.D.is 2026_HSD_5020537_1. Last Date of submission 14.09.2026 Up to 3.00 P.M. For Details please visit www.tenders.wb.gov.in or contract in the Office of The Executive Engineer in any working day. S/D - Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate.
ICA- T16414(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Sealed eNIT-07 of 2026-27 invited by the AE/BHTHSD/P.W.(R)Dte. from bonafide agency for 03 Nos work. Bid closing date 07.09.2026 upto 14.00 Hrs. Tender id.: 2026_WBPWD_5020354_1_2_3. Other details may be seen from website etender.wb.nic.in & wbpwd.in. Sd/- AE/BHT.HSD/P.W.(R) Dte.
ICA- T16448(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER CORRIGENDUM
AE/RGKARESD/P.W.Dte. extends the online e-tender Bid submission date for the work "Supply and Fixing of Exhaust Fan in Lift rooms within the Campus of R.G.KAR M. C&H " e-N.I.Q No.: 57/Q of 26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5018514_1. Extended Bid Submission Closing Date (online) : 07/09/2026 upto 4:00 PM. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte. R.G.Kar Electrical Sub-Division.
ICA- T16498(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for "4th Call for Call for Supply & Maintenance of Different Types of Tyre (for 2 Wheelers) for use of Kolkata Police." The last date for submission of the e-tender is 09/09/2026 up to 12:00 hours. The NIT Document and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Commissioner of Police, Kolkata.
ICA- T16418(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-53/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5018495_1) is hereby extended upto 1.00 P.M. on 08.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T16488(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
eNIQ No. 01/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD.
Name of work: Overhauling and Servicing of transformer (Transformer No. 2, East India Electrical Make, HV 6000, LV-440, Sl. No. 142/2, rating - 500 kVA), installed at West Bengal Legislative Assembly, Kolkata, under Assembly House Electrical Sub-Division, PWDte. Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5014271_1 from resourceful contractors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 30/05/26 till 04:00 PM. For further details please login http://tender.wb.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of W.B.
ICA- T16445(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE (Item Rate)
AE, PWD, Howrah Electrical Sub-Division invites online e-tender for thework;. Urgent replacement of faulty cable in diffirent places at District Hospital, Howrah...[e-NIT No.WBPWD/ AE/ HESD/e-NIQ-25/2026-27. Tender ID:2026_WBPWD_5020232_1. Bid Submission start date (Online): 25.08.2026 at 17:00 Hrs. Bid Submission closing date (Online): 09.09.2026 at 11:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in. Sd/- AE, HESD, PWD.
ICA- T16427(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-54/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5018520_1) is hereby extended upto 1.00 P.M. on 08.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T16489(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D., North 24 Prgs Electrical Division invite online e-Tender for the work of:- "Upkeepment of electrical and allied installation with provision of materials and manpower at Dr. J.R. Dhar Sub divisional Hospital with allied area, Bongaon, North 24 Parganas for the year 2026-2027---AMC of A.C Machine." NIT/NIQ No: WBPWD/EE/N24/EL/e-NIQ-65/26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5020487_1. Bid Submission start date (Online): 31/08/2026, Bid Submission Closing date (Online): 07/09/2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.D., NORTH 24 PARGANAS ELECTRICAL DIVISION.
ICA- T16485(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Barasat Sub-Division Notice invites e-tender no. 12 of 2026-27 for the work: **1)** Daily maintenance of landscape garden inside the premises of at Barasat Division and Barasat Sub-Division, PWD office including supplying and maintenance of seasonal flowers, plants etc. (Winter and Summer season) and cleaning and sweeping of the premises under Barasat Division, PWD, during the year 2026-27., Estt. Amt.: Rs. 3,56,708/-, Tender ID: 2026_WBPWD_5020362_1. Bid Submission End Date is 04.09.2026 at 15.00 Hours. Any Corrigendum / Addendum related to this NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://tenders.wb.gov.in Sd/- Md. Murshid Alam, Assistant Engineer, PWD, Barasat Sub-Division
ICA- T16447(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-25(2nd Call)/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5015696_2) is hereby extended upto 1.00 P.M. on 08.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T16490(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Establishment of a separate Waiting Room for the Ld. Registrars and Officers at the Hon'ble Judges' Guest House in Bijan Bhawan. -- EI Works at 1st floor (North) & 2nd floor (North)." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-09/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5018411_1.

	EXISTING	Extended up-to
Bid proposal submission end Date (Online)	25.08.2026 up to 12:00 Hrs.	07.09.2026 up to 12:00 Hrs.
Opening Date for Technical Bid (Online)	01.09.2026 at 13:00 Hrs.	09.09.2026 at 13:00 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division
ICA- T16466(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender is invited from bonafide resourceful bidder having credential against this office NIeT No. WBPWD/ AE/ HCSD-II/eNIT-3/26-27 of Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Division-II, P.W.Dte. 1) Name of work:- Regular maintenance work of Civil for one year at Udaynarayanpur SG Hospital, Howrah Estimated Amount – Rs. 300958.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_1. 2) Name of work:- Regular maintenance work of Sanitary & Plumbing for one year at Udaynarayanpur SG Hospital, Howrah Estimated Amount – Rs. 299910.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_2. 3) Name of work:- Regular maintenance work at South Howrah State General Hospital, Howrah (Building work) Estimated Amount – Rs. 154927.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_3. 4) Name of work:- Regular maintenance work at South Howrah State General Hospital, Howrah (S&P work) Estimated Amount – Rs. 215749.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_4. 5) Name of work:- Regular maintenance work of Sanitary & Plumbing for one year at Mahesh Bhttacharyya Homoeopathic Medical College & Hospital, Howrah Estimated Amount – Rs. 301580.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_5. 6) Name of work:- Regular maintenance work of Civil for one year at Mahesh Bhttacharyya Homoeopathic Medical College & Hospital, Howrah Estimated Amount – Rs. 307470.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_6. 7) Name of work:- Regular maintenance of Civil works for T.L.J.State General Hospital, Liluah, Howrah for the period of one year. Estimated Amount – Rs. 205380.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_7. 8) Name of work:- Regular maintenance of Sanitary & Plumbing works for T.L.J.State General Hospital, Liluah, Howrah for the period of one year. Estimated Amount – Rs. 361892.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5020220_8. Bid Submission end date 15.09.2026 at 2.00 P.M. Details will be available from the web site http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Div-II, PWD.
ICA- T16426(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-52/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5018491_1) is hereby extended upto 1.00 P.M. on 08.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T16491(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, North 24 Prgs Electrical Division invite online e-Tender for the work of:- "Upkeepment of Electrical und allied installation with provision of materials and manpower at P. R. Thakur Govt. College, Thakurnagar, North 24 parganas for the year 2026-2027--AMC of AC machine." NIT/NIQ No: WBPWD/EE/N24/EL/e-NIQ- 64/26-27, Tender Id: 2026_WBPWD_5020473_1. Bid Submission start date (Online): 31/08/2026, Bid Submission Closing date (Online): 07/09/2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, P.W.D., NORTH 24 PARGANAS ELECTRICAL DIVISION
ICA- T16484(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-NOTICE INVITING TENDER
eNIQ No. 06/WBPWD/AE/AHESD of 2026-27 of AE, AHESD, PWD.
Name of work: Day-to-Day Operation of 2 (Two) Nos. Lift, one at the New Administrative Building and another at South Annex Building within the Assembly House Compound under Assembly House Electrical Sub-Division, PWD, for a period of 12 (Twelve) Months. Invites e-tender vide Tender ID: 2026_WBPWD_5020440_1 from resourceful contractors adequate experience in executing similar nature of work. The last date of online bid submission is 08/09/26 till 04:00 PM. For further details please login http://wbtenders.gov.in Sd/- AE, AHESD/PWD(E), GOVT. of WB.
ICA- T16444(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

সদ্য আমরা পেরিয়ে এলাম এই মহীয়সীর ১১৫তম জন্মবার্ষিকী

বিস্মৃতপ্রায় অগ্নিকন্যা বিপ্লবী বীণা দাস

শান্তনু রায়

সালটা ১৯৩২। ফেব্রুয়ারি মাসের ৬ তারিখ। চুরানব্বই বছর আগের সেদিন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলছে । মঞ্চে উপস্থিত প্রধান অতিথি গভরনর স্ট্যানলি জ্যাকসন এবং উপাচার্য হাসান সুরাবর্দী প্রমুখ গন্যমান্যরা । সফল পরীক্ষার্থীরা সবাই উপস্থিত গভর্নরের হাত থেকে সেদিন শংসাপত্র গ্রহণ করতে ।কিন্তু বাকি সবারই উপস্থিতি সে উদ্দেশ্যে হলেও একজনের ছিল সম্পূরণ ভিন্ন উদ্দেশ্য।

যাহোক অনুষ্ঠান আরম্ভের ঘন্টা খানেক পরে গভর্নর জ্যাকসন উঠলেন ভাষণ দিতে'। হঠাৎ আসন ছেড়ে একাডেমিক গাউন পরিহিতা বছর একুশের এক স্নাতক তরুণী ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলছেন মঞ্চের দিকে। মঞ্চের কাছে গিয়ে পলকের মধ্যেই তাঁর খোঁপার মাঝে লুকিয়ে রাখা রিভলভারটি বের করে গভর্নর জ্যাক্সনকে লক্ষ্য করে চালালেন পরপর চারবার। কিন্তু তৎপর গভর্নর কয়েক পা পিছিয়ে গেলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়,গভর্নর কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেও। উপাচার্য হাসান সুরাবরদী ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলেন ওই তরুণীকে ও তাঁর গলা জাপটে অস্ত্রটি কেড়ে নেন। তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে তরুণীকে গ্রেপ্তার করলে পরিচয় জানা গেল তাঁর -তিনি বীণা দাস- কটকে র‍্যাভেনশ স্কুলে সুভাষ চন্দ্রের শিক্ষাগুরু চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা দর্শন অর্থনীতি ইতিহাসে সুপণ্ডিত আচার্য বেনীমাধব দাসের কনিষ্ঠা কন্যা ।তাঁরও ওই সমাবর্তনে শংসাপত্র পাওয়ার কথা। ধরা পড়ার পর শুরু হল বিভিন্নভাবে জেরা -আর কে কে আছে এ ঘটনার পেছনে- কে দিয়েছে রিভলভার। স্পিকটি নট বীণা দাসের মুখ খোলাতে হাজির করানো হল বাবা বেনীমাধব দাসকেও ।কিন্তু কোন লাভ হল না। বীনা দাস তখন হেসে পুলিশ আধিকারিককে বলেছিলেন-আমার বাবা কোনদিন মেয়েকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখাননি।

বিচারের সময় বীণা দাস দোষ স্বীকার করে আদালতে এক পঁচিশ পৃষ্ঠার এক লিখিত বিবৃতি(জবানবন্দী) পাঠ করেছিলেন যা সাড়া জাগিয়েছিল সারা দেশে ,এমনকি গ্রেট ব্রিটেনেও। তা যেন ছিল ভারতবর্ষের মর্মবাণী ।আদালতে স্পষ্ট ও দৃঢ় স্বরে সে বিবৃতি পাঠ করা দেখে ডায়োসেশান কলেজে বীণা দাসের শিক্ষয়িত্রী সিস্টার ডরোথি বলে উঠেছিলেন আদালতের মাঝেই-Just see –doesn't she look like Madona !

সাড়া ফেলে দেওয়া সেই বিবৃতিতে বিপ্লবিনীর অকম্পিত উচ্চারণ ছিল-I confess I fired at the Governor on the last convocation day, at the Senate House. I hold myself entirely responsible for it. My object was to die– and if to die–to die nobly fighting against this despotic system of Government, which has kept 300 millions people of my country in perpetual subjection to its infinite shame and endless suffering and fighting in a way which cannot but tell !

I had been thinkingéôéis life worth living in a miserable India, subject to wrong and groaning under the tyranny of a foreign government-or is it not better to make one Supreme Protest against it, by offering oneós life away ?

জবানবন্দীতে তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন, দেশের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা থেকেই তিনি ওই কাজ করেছিলেন। লাটবাহাদুরের প্রতি তাঁর কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু তিনিই তো সেই নির্যাতন-ব্যবস্থার প্রতিনিধি যা ৩০ কোটি দেশবাসীকে পরাধীনতার নিগড়ে বেঁধে রেখেছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ঘোষিত রায়ে বিচারে বীণা দাসের ন'বছরের কারাদণ্ড হয়। সমকালীন সংবাদপত্র থেকে জানা যায় জাফরানী রঙের খদ্দরের শাড়ী পরিহিতা বীণা দাস শান্ত চিত্তে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেন, তাঁর মা বাবা আত্মীয় স্বজনের উপস্থিতিতে। ন'বছরের জন্য কারাবাসে চলে গেলেন বিপ্লবী বীণা দাস অগনিত দেশবাসীর মুগ্ধ, বিস্মিত সগর্ব অভিনন্দন পাথেয় করে। বস্তুত আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রিটিশের অত্যাচার তখন চরম হয়ে উঠেছে হিজলী বন্দিনিবাস চট্টগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর ব্রিটিশ পুলিশের অবর্ণনীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল বাংলার বিপ্লবী সমাজ। সবাই তখন একটা উদ্দেশ্যে এক কাট্টা সমুচিত জবাব দিতে। সেই জবাব দিতেই সেদিন উদ্যত হয়েছিল বীণা দাসের হাতের রিভলবার। তিনি নিজে যুগান্তর দলের সদস্য না হলেও এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ়তা অটুট সংকল্প অনুধাবন করে রিভলভারটি সংগ্রহে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন দিদি বিপ্লবী কল্যানী দাসের (ভট্টাচার্য) বান্ধবী যুগান্তর দলের বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্ত ।তাঁরই সক্রিয়তায় সহযোদ্ধা সুধীর দত্তের মাধ্যমে ২৮০ টাকায় কেনা অস্ত্রটির হাতবদল হয় রামমোহন লাইব্রেরীতে এবং চালানোর কৌশলও শেখানো হয় তবে অনুশীলন করানো সম্ভব হয়নি যে কারণে হয়ত সেনেট হলে সমাবর্তনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বীণা দাসের জন্ম ১৯১১ র ২৪শে আগস্ট কৃষ্ণনগরে এক ব্রাহ্ম পরিবারে ।কটক থেকে বদলি হয়ে বাবা বেনীমাধব দাস এসেছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলেই। সেখানেই ভূমিষ্ঠ তাঁর কনিষ্ঠা

কন্যাটি শান্ত প্রকৃতির ও ও দার্শনিক মনের হলেও সমকালীন সময়ের উত্তাল তরঙ্গ ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ব্রাহ্ম শিক্ষক পিতা যিনি প্রথম কিশোর সুভাষের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন,যাঁর সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন , প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তিনিই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকতাবোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন -জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন,এবং সমাজসেবিকা মা সরলা দাসের দেশাত্মবোধক পারিবারিক আবহে ক্রমে পরিণত হন এক অগ্নিকন্যায় ।প্রথমে বেথুন ও পরে ডায়াশেষন কলেজে শিক্ষা চলাকালীনই তিনি অগ্রজা কল্যাণী দাস প্রতিষ্ঠিত ছাত্রী সঙ্ঘের সদস্য হন। উচ্চ শিক্ষিতা বিপ্লবী কল্যানী দাসের ব্রিটিশ পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা ও আত্মত্যাগের উদাহরণ তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে।১৯২৮ এ সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে যোগ দেন বেথুন কলেজের ছাত্রী বীণা দাস।সে বছরই কোলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়াতে বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে নারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রীরূপে লীলা নাগের মত বিপ্লবিনী যোগ দিয়েছিলেন তাতে সপ্তদশী বীণা দাসও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তবে প্রথমে কংগ্রেসের অনুগামী হিসেবে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও ব্রিটিশ পুলিশের অমানুষিক বর্বরতা দেখে ১৯৩১ এর স্নাতক তিনি ক্রমে বিপ্লবপন্থার দিকে আকৃষ্ট হন।সেই সূত্রেই তিনি সেনেট হলে সমাবর্তন উপলক্ষে উপস্থিত গভর্নরকে গুলি করে হত্যা করার মত দুঃসাহসী অভিযানে ব্রতী হন। যাহোক সেঘটনায় তাঁর ন' বছরের কারাদণ্ড হলেও গান্ধীজির প্রচেষ্ঠায় সাত বছরের মাথায় ১৯৩৯ এ তাঁর কারামুক্তি ঘটে। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত হন এবং দক্ষিণ কোলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। অন্যদিকে সে সময় তিনি যুগান্তর দলের বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্তের মন্দিরা পত্রিকায় লেখালিখিও শুরু করেন।সে লেখায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভারও স্বাক্ষর রয়ে গেছে। ১৯৪২ এ দেশব্যাপী ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় হাজরা পার্কে তাঁর আহুত সভা থেকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। আবার তিন বছর কারাবাসের পর ১৯৪৫ এ মুক্ত হন এবং বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য মনোনীত হন। কারাগারে বন্দী থাকাকালীন তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন।তবে তিনি মনে করতেন মার্ক্সবাদকে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রেক্ষিতেই এদেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১৯৪৫ এর ২১শে নভেম্বর দেশের অন্যান্য স্থানের মত কোলকাতায়ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের মুক্তির দাবিতে শোভাযাত্রা বের করলে সন্ধের দিকে পুলিশ গুলি চালালে ধর্মতলা স্ট্রিটে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও একজন। এরই প্রতিবাদে পরদিন ২২ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার ও রামেশ্বর দিবস উপলক্ষে ছাত্রদের বিরাট মিছিল বেরোল ।কিন্তু ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে শোভাযাত্রা যাবার সময় পুলিশ বাধা দিলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তখন ছাত্ররা চাইলেও শরৎচন্দ্র বসু ঘটনাস্থলে আসেননি।খবর পেয়ে এসেছিলেন বিপ্লবী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। কোলকাতার বাইরে অনেকগুলি মিটিং ব্যস্ত শ্যামাপ্রসাদও এসেছিলেন রাতে মেডিক্যাল কলেজ হয়ে ধর্মতলা স্ট্রিটে বহু সহস্র ছাত্রের অনড় অটল অবস্থানস্থলে এবং সেই গভীর রাতেও অবস্থা খুব সঙ্কটজনক অনুমানে ছাত্রদের শান্ত করতে তাঁকে ফোনে পরামর্শ করতে হয় বিপ্লবী বীনা দাসের সঙ্গেও। ১৯৪৬ এ নোয়াখালিতেও ত্রাণকার্যেও অংশগ্রহণ করেছিলেন বীণা।

প্রসঙ্গত ১৯৪৭ এর ২০ শে জুন বঙ্গীয় আইন সভায় বাংলা ভাগের প্রস্তাব ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেগঠন সংক্রান্ত ভোটাভূটিতে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হিসেবে তিনি অংশ গ্রহন করে ভারতবর্ষের এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে হিন্দুদের 'হোমল্যান্ড' পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষেই মত ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ তিনি স্বাধীনোত্তর দেশে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪৭ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন সহসংগ্রামী যতীশ চন্দ্র ভৌমিকের সাথে। কিন্তু মানুষের পাশে এবং রাজনীতির পরিসরে থেকেছেন তার পরেও বহুকাল। যদিও আর নির্বাচনী রাজনীতিতে ছিলেন না। স্বাধীনতার পর দেশের সরকারের পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন সংগ্রামী দম্পতি। পঞ্চাশ দশকের একেবারে গোড়ায় অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মচারীদের আন্দোলনে তিনি কংগ্রেস দলের সদস্য হয়েও নেতৃত্ব দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এক সময় দক্ষিণ কোলকাতার দু'টি বালিকা বিদ্যালয়ে ইংরাজি পড়িয়েছেন যদিও সমাবর্তনে ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষাপাশের শংসাপত্র হাতে না পাওয়ায় মাঝেমধ্যে অবাঞ্ছিত সমস্যারও উদ্ভব হতো।

১৯৬০ এ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী পদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ১৯৭১ এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনেও পথে নেমেছিলেন; ১৯৭৫ জরুরি অবস্থা জারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি। আবার নিজে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হয়েও ১৯৭৮ এ মরিচঝাঁপিতে বাম সরকারের অসহায় উদ্বাস্তু মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার করে বিতাড়নের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন।

কিন্তু এরকম এক বিপ্লবীর শেষ জীবন চরম কষ্টে কেটেছিল এবং অসহায়ভাবে মৃত্যু হয় হৃষীকেশ এ বস্তুত সকলের অজান্তে।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বহির্জগতের সক্রিয় পরিসর থেকে সরে এসে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান এবং কোন এক সময় মানসিকভাবে আশ্রয় নেন হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে। অবশেষে ১৯৮৬ র ২৬ শে ডিসেম্বর হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে এক অজ্ঞাত পরিচয় বাঙ্গালী বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হলে সোরগোল উঠলে ডঃ ত্রিগুনা সেনের উদ্যোগে তাঁর পরিচয় জানা গেলে প্রকাশ পায় যে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সেই অগ্নিকন্যার সেখানে সকলের অগোচরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য সেসময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বীণা দাসকে তাঁর প্রাপ্য যে স্নাতক ডিগ্রি দিতে অস্বীকার করেছিল এবং যে কারণে পরবর্তীকালে স্কুলে পড়াতে গিয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে সেই ডিগ্রির মরণোত্তর স্নাতকশংসা পত্রটি অবশেষে ওই ঘটনার ৮১ বছর এবং তাঁর প্রয়াণের ২৬ বছর পর ২০১২য় প্রদান করা হয় তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে।

সতীর প্রতি শিবের নিখাদ ভালবাসা, তাই তো আবির্ভাব বীরভদ্রের

শিব, দেবাদিদেব মহাদেব। এককথায় তিনি জগতের একমাত্র সেই পরম প্রেমিক, যিনি স্ত্রীর সমস্ত মান-অভিমান, কোপ-অনল সহ্য করেও তাঁর প্রতি ভালোবাসায় বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। শ্মশানচারী, সর্বত্যাগী শিবকে পতিরূপে বরণ করার অপরাধে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় কন্যা সতীকে ত্যাজ্য করেছিলেন। পিতামাতা রাগের বশে সন্তানকে তিরস্কার করতেই পারেন, কিন্তু সন্তানের মন চিরকালই পিতামাতার স্নেহের আশ্রয়ে ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়। সবাই সেই অভিমানী মনস্তত্ত্ব বোঝে না, তবে দেবী সতী তা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

পিতৃগৃহে যাওয়ার তরে সতী যখন শিবের সমীপে প্রার্থনা জানালেন, শিব তখন সস্নেহে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি দূরদর্শী স্বরে সতীকে সতর্ক করে বললেন; 'হে দেবী, সেখানে যেও না; আমন্ত্রিত না হয়ে পিতৃগৃহে গেলে দক্ষ তোমায় চরম অপমান করে তাড়িয়ে দেবে।' কিন্তু সতী নাছোড়বান্দা, অন্যদিকে শিবও নিজের সিদ্ধান্তে অটল। এমতাবস্থায় ক্রুদ্ধা সতী এক অভূতপূর্ব রূপ ধারণ করলেন; প্রকট হলো তাঁর আদি শক্তি 'দশমহাবিদ্যা'। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা; প্রতিটি রূপের তেজ ও রুদ্রতা এতই প্রগাঢ় ছিল যে স্বয়ং মহাদেবও চকিত হয়ে লুকিয়ে পড়তে চাইলেন। তবে শিব পরক্ষণেই প্রত্যক্ষ করলেন যে, সতী রাগের বশে এই আদিরূপ ধারণ করলেও তাঁর প্রতিটি শক্তিরূপের অন্তরালে ভৈরব রূপে স্বয়ং মহাদেবই বিরাজ করছেন। কোথাও শিব দেবীর চরণতলে শায়িত, কোথাও দেবীর বক্ষস্থলে মহামায়া উপবিষ্ট, আবার কোথাও মহাদেবকে গ্রাস করে দেবী বৈধব্য রূপ ধারণ করে আছেন। অর্থাৎ, শিবকে কেন্দ্র করেই সতীর এই অনন্ত সহাবস্থান; মহাদেবের সাথে মিলন ব্যতিরেকে দশমহাবিদ্যার এই বলিষ্ঠ প্রকাশ অসম্ভব। স্ত্রীর অন্তরে নিজের এই অমোঘ উপস্থিতি অনুভব করে শিব শান্ত হলেন এবং সতীকে পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। দেবীর ক্রুদ্ধ রূপও ক্রমশ শান্ত হয়ে স্বাভাবিক রূপ পরিগ্রহ করল। আদি বিশ্ব সেবারই প্রথম প্রকৃতির সেই সার্বিক ও প্রলয়ংকরী রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল, যা দেখে ত্রিলোকের ঈশ্বর, দেবতা ও অসুর সমাজ একযোগে দেবীর আরাধনায় মগ্ন হয়েছিল।

অতঃপর মহানন্দে সতী চললেন পিতৃালয়ে। কন্যাকে দেখে মাতা প্রসূতি আনন্দে আত্মহারা হলেও দক্ষের নাসিকাগ্রে ক্রোধ পূর্ববৎ জমা ছিল। সতী যখন দেখলেন যজ্ঞশালায় মহাদেবের কোনো স্থান নেই, তিনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন তুললেন; 'শিবহীন যজ্ঞ কীভাবে সম্ভব?' জামাতার নাম শুনে দক্ষ আরও অগ্নিশর্মা হয়ে শিবের উদ্দেশ্যে চরম কটু বাক্য ও গ্লানি বর্ষণ করতে লাগলেন। সতী প্রথমটায় অনুনয় করে পিতাকে ঝগড়া থামাতে বললেন, কিন্তু দক্ষের বাচনভঙ্গি যখন আরও কুৎসিত ও প্রাবল্যময় হয়ে উঠল, তখন পতির এই চরম নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী যজ্ঞাগ্নিতেই দেহত্যাগ করলেন।

সতীর দেহত্যাগের সংবাদ শিবের

কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি উন্মত্ত ও রুদ্র ভৈরবে পরিণত হলেন। তাঁর প্রলয় নৃত্যে মহাবিশ্বে হাহাকার পড়ে গেল। ক্রোধান্ধ মহাদেব নিজের জটা ছিন্ন করে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন, যা থেকে জন্ম নিল তাঁরই মহাপ্রলয়ঙ্করী রূপ 'বীরভদ্র'। শিব আদেশ দিলেন; 'যাও বীরভদ্র, দক্ষের অহংকারী মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করো।' শিব নিজে প্রেত, পিশাচ, ভূত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, সমস্ত আদি ভৌতিক শক্তি পরিবৃত হয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। কেবল একজনের অপরাধে সেদিন সমগ্র যজ্ঞভূমি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। স্বয়ং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুও সেদিন শিবের সেই রুদ্ররূপের সামনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বীরভদ্র যখন দক্ষকে বধ করতে উদ্যত হলেন, তখন শাশুড়ি প্রসূতির আকুল কান্নায় মহাদেব শান্ত হলেন। দক্ষকে প্রাণে না মেরে তার মস্তক ছেদন করে সেখানে একটি ছাগমুণ্ড জুড়ে দেওয়া হলো। সেই ছাগমুণ্ড চিরকালের জন্য মানুষের উগ্র দম্ভের প্রতীক হয়ে রইল, যার শিয়রে সর্বদাই মহাকাল কালান্তক রূপে অবস্থান করছেন।

এরপর সতী-হারা শিব প্রিয়ার মৃতদেহ স্কন্ধে তুলে পুনরায় তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন। যেমনটা অতীতে চণ্ড-মুণ্ড বধের পর রক্তপানে উন্মত্তা কালী সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদ্যত হলে, দেবতাদের অনুরোধে শিব স্বয়ং তাঁর পথ আগলে শুয়ে পড়েছিলেন এবং স্বামীর বক্ষে পা পড়ায় লজ্জিতা দেবী জিভ কেটে শান্ত হয়েছিলেন; ঠিক তেমনি আজ শিবের রুদ্রলীলা শুরু হলো। শিব ও কালীর এই লীলা তো সৃষ্টির আদিম নিয়ম; ব্রহ্মার হাত ধরে যেখানে সৃষ্টি হবে, শিব সেখানে সমস্ত কলুষিত ও ভঙ্গুর মুহূর্তকে বিনাশ করে নূতনের আবাহন ঘটাবেন। বস্তুত, শিবের এই ধ্বংসাত্মক স্থিতি আছে বলেই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব টিকে থাকে। পরিশেষে, ব্রহ্মার সৃষ্টিকে রক্ষা করতে শ্রীবিষ্ণু সতীর জড়দেহের ওপর সুদর্শন চক্র চালনা করলেন। দেবীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া মাত্রই মহাদেবের মোহভঙ্গ হলো, শান্ত হলো তাঁর নৃত্য এবং বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেল এই চরাচর।

পুরাণের পাতায় স্ত্রীর সমস্ত কোপ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করে স্বামীকে এমন একনিষ্ঠভাবে ভালোবেসে যাওয়ার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। বরং স্ত্রীর চরম বিপদে তিনি সমস্ত সৃষ্টির সৌন্দর্যকে ছারখার করে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। অন্যদিকে দেবী শক্তিও এক অনন্য অভিমানী প্রেমিকা; তিনি স্বামীকে ক্রোধ দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেই ক্রোধের অন্তরালে যে স্বামী তাঁর মন থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্ছিন্ন নন, তা-ও প্রমাণ করেছেন। এমন অর্ধাঙ্গিনীকে কোন্ স্বামী ভালো না বেসে থাকতে পারেন? বাহ্যিক রূপ যতই সুশ্রী হোক না কেন, স্ত্রীর অপমানে শিব আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন এবং কেবল একজন দক্ষের অহংকারের কারণে সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেই দক্ষ আজ প্রতিটি অহংকারী মানুষের মনে ছাগ রূপী দম্ভ হিসেবে বেঁচে আছে, আর তার ঠিক পেছনেই বীরভদ্র ছায়ার মতো অদৃষ্টের শাস্তি হিসেবে অপেক্ষা করছেন।